NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের আবার পরীক্ষা আসলে অগ্নিপরীক্ষা

বাজল ভোটের বাদ্যি: বিহারের ভাগ্য নির্ধারণ হবে দুই বা তিন দফায় ৭

কলকাতা ৩ জুন ২০২৫ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৫১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 3.6.2025, Vol.18, Issue No. 351 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

বুধে মন্ত্রিসভার বৈঠকে মোদী

■ আগামী ৪ জানুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ মন্ত্রিসভার বৈঠকে বসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সূত্রের খবর, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর প্রথমবার পূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক হতে চলেছে বুধবার। পহেলগাঁওয়ে হামলার পরেই অপারেশন সিঁদুর অভিযানে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে নয়টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারত। এরপরেই দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সেই সময় বারবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসলেও এই প্রথম মন্ত্রিসভার অন্যদের সঙ্গে বসবেন মোদী।

ধৃত আইআরএস অফিসার

■ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই প্রবীণ আইআরএস আধিকারিক-সহ দুই অভিযুক্তের গ্রেপ্তার ঘিরে চলমান তদন্তে বড়সড় সাফল্যের দাবি করেছে। দিল্লির আইটিও-র সিআর বিল্ডিংয়ে অবস্থিত করদাতা পরিষেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে কর্মরত ওই ২০০৭ ব্যাচের সিনিয়র আইআরস আধিকারিককে গ্রেপ্তারের পর তাঁর সঙ্গে যুক্ত একাধিক স্থানে তল্লাশি চালায় সিবিআই। এই তল্লাশি অভিযানের ফলেই উঠে আসে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের কাছ থেকে প্রায় ৩.৫ কেজি সোনা, ২ কেজি রূপো, এবং নগদ ১ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও ডিজিটাল ডেটা সুরক্ষিত করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

নমাজে কাটল অনিশ্চিয়তা

■ প্রতিবছরের মতো এবারও ৭ বা ৮ জুন, ইদ-উল-জোহা উপলক্ষে কলকাতার ঐতিহাসিক রেড রোডে অনুষ্ঠিত হবে ইদের প্রধান নমাজ। সাময়িক অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি হস্তক্ষেপে সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে জানান খিলাফত কমিটির সভাপতি ও রাজ্যের মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান। মন্ত্রী জানান, এবারে সেনার তরফে প্রথমে রেড রোডে জমায়েতের অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যার ফলে ইদের প্রধান জমায়েত নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। সেনার এক পদস্থ কর্তা আনুষ্ঠানিক চিঠির মাধ্যমে খিলাফত কমিটিকে সেই সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

স্থগিত নিট পিজি

■ স্থগিত হয়ে গেল ১৫ জুনের নিট পিজি-র২০২৫-এর পরীক্ষা। ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সজামিনেশন্স ইন মেডিক্যাল সায়েন্সেস জানিয়েছে এই কথা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনবিইএমএস। কিছু দিন আগেই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছিল নিট পরীক্ষা দুটি শিফটে নেওয়া যাবে না কোনও ভাবেই। বদলে একটি শিফটে পরীক্ষার কথা সাফ জানিয়ে দেয়। তারপরে এই সিদ্ধান্ত।

মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ

■ 'সনাতনীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক মদতে অপরাধ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামাজিক ও রাজনৈতিক বয়কট করুন'। নিজের এক্স হ্যান্ডলে এমনভাবেই আক্রমণ করলেন অর্জুন সিং। সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'ধর্মীয় ব্ল্যাকমেল', 'সনাতনীদের প্রতি বিদ্বেষ' এবং 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি' করার অভিযোগ তুলে তীব্র আক্রমণ করলেন ব্যারাকপুরের বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ধর্মীয় পরিচয় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁর প্রশাসনের 'পক্ষপাতদুষ্ট' মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

প্রবল বর্ষণে লাচেনে ধস, মৃত ৩ সেনাকর্মী

নিখোঁজ ছয়জন, উদ্ধার আটকে পড়া পর্যটকরা

গ্যাংটক, ২ জুন: গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম। ছাটেন-সহ একাধিক এলাকায় ভূমিধসের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। মৃত্যু হয়েছে তিন সেনাকর্মীর। নিখোঁজ ছয়জন, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন এক প্রাক্তন স্কোয়াড্রন লিডার, তাঁর স্বামী; এক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং তাঁদের শিশুকন্যা। তবে ধসের কবলে আটকে পড়া পর্যটকদের বড় অংশকেই উদ্ধার করতে সফল হয়েছে প্রশাসন।

ধসের কারণে লাচুংয়ের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সড়ক যোগাযোগ। আটকে পড়ে শয়ে শয়ে পর্যটক। সোমবার আবহাওয়া অনুকূল হতেই শুরু হয় পর্যটকদের উদ্ধার করে নিরাপদে ফেরানোর কাজ। সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, বিপদ কাটিয়ে লাচুং থেকে পর্যটকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় প্রচুর সংখ্যক পর্যটক ফিদাং পৌঁছেছে।

এদিকে, বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে মৃত জওয়ানরা হলেন, লান্সনায়েক মুনীষ ঠাকুর, হাবিলদার লাখবিন্দর সিং, পোর্টার অভিষেক লাখাডা। এছাড়াও সেনা সূত্রে খবর, ধসের জেরে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রীতপাল সান্ধু, আরতি সান্ধু (প্রীতপালের স্ত্রী, অবসরপ্রাপ্ত স্কোয়াড্রন লিডার), আমাইরা সান্ধু (তাঁদের কন্যা), সুবেদার ধর্মবীর, সেপাই সাইনুধীন পিকে, সেপাই সুনীলাল সেপাহরি। তাঁদের খোঁজে এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা ও উদ্ধারকারী দল।

সিকিম প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে লাচুংয়ে আটকে পড়েছিলেন ১৬৭৮ জন পর্যটক। এরমধ্যে রয়েছেন পুরুষ ৭৩৭ জন, মহিলা ৫৬১ জন এবং ৩৮০ জন শিশু রয়েছে। এই আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারকার্যে হাত লাগায় স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন, সেনাবাহিনী, বিআরও, আইটিবিপি, বনবিভাগ-সহ আরও বেশ কিছু সংগঠন। এদিন প্রত্যেক পর্যটককে উদ্ধার করে থেং চেকপোস্ট অতিক্রম করে নিরাপদভাবেই লোয়ার জঙ্গুর ফিদাং পৌঁছেছেন। এছাড়াও পর্যটকদের ২৮৪টি গাড়ি ও ১৬টি বাইকে করে নিরাপদ এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। উদ্ধারকাজে বহু সংস্থা সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্ধারকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। উদ্ধার হওয়া পর্যটকদের স্বাগত জানান সিকিম পুলিশের ডিজিপি অক্ষয় সচদেবা ও মঙ্গন জেলার জেলাশাসক অনন্ত জৈন। সেইসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আইজি (আইনশৃঙ্খলা) তাশি ওয়াংঘ্যায়াল, ডিআইজি প্রতাপ প্রধান, মঙ্গনের পুলিশ সুপার সোনম ডেটচু ভুটিয়া।

একদিকে টানা বর্ষণ ও নতুন করে ধস নামার ফলে উদ্ধারকাজে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটে। তবে সেনা ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। ধসে চাপা পড়ার সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। সেনা ও প্রশাসনের আশঙ্কা, এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে পারেন আরও অনেকে।

উত্তর সিকিমে টানা বৃষ্টির জেরে তৈরি হওয়া এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখছে কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসন। প্রতিরক্ষা দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, চারজনকে ইতিমধ্যেই অল্প চোট নিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে নিখোঁজদের বাঁচাতে সমস্ত রকম চেষ্টা চলছে।

উদ্ধার অভিযানে ব্যবহৃত হচ্ছে বিশেষ যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষিত দল। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর সেনা পরিবারের প্রতি গভীর শোকপ্রকাশ করেছে ভারতীয় সেনা। শহিদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলা হয়েছে, তাঁদের ত্যাগ দেশের সামনে এক উদাহরণ হয়ে থাকবে। নিখোঁজদের খোঁজে চলা অভিযানে সেনা কর্তৃপক্ষ পূর্ণ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

চোখ রাঙাচ্ছে করোনা

চার হাজার ছুঁতে চলল গ্রাফ

রাজ্যে দ্রুত বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশ জুড়ে রোগীর সংখ্যা চার হাজার ছুঁতে চলেছে। করোনার চোখ রাঙানীতে এই মুহূর্তে দেশে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩,৯৬১ জন। যার মধ্যে দিল্লির পরেই স্থানপশ্চিমবঙ্গের। বিগত এক দিনে দিল্লিতে নতুন করে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৪৭ জন। আর পশ্চিমবঙ্গে সেই সংখ্যা ৪৪ জন। এছাড়াও কেরল, মহারাষ্ট্র-এ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। এই চারটি রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৭ জন।

জুন মাসের দ্বিতীয় দিনে গত চব্বিশ ঘণ্টায় নতুন কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ২০৩ জন। দিনে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩,৭৫৮। যা একদিনে বেড়েছে ৩৬৩ জন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৩১ মে পর্যন্ত ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৩৯৫। সেখানে ১জুন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩, ৭৫৮। সেখানে একদিনেই নতুন করে সংক্রমিত হয়েছিলেন ৩৬৩ জন। আর কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে, নতুন ঢেউয়েও সংক্রমণের আঁতুড়ঘর বর্তমানে দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল।

এই রাজ্যে এই মুহূর্তে সংক্রমিতের সংখ্যা ৩৩১ টি। মহারাষ্ট্রে এই মুহূর্তে সংক্রমিতের সংখ্যা ৫০৬। দিল্লিতে এই মুহূর্তে সংক্রমিতের সংখ্যা ৪৮৩। কেরলে এই মুহূর্তে সংক্রমিতের সংখ্যা ১৪৩৫। কর্নাটকে এই মুহূর্তে সংক্রমিতের সংখ্যা ২৫৩, তামিলনাড়ুতে সংক্রমিতের সংখ্যা ১৮৯, উত্তরপ্রদেশে সংক্রমিতের সংখ্যা ১৫৭। বিগত এক দিনে নতুন করে ৩৭০ জন সুস্থ্য হয়েছেন। এখনও অবধি দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। এই চারজনের শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যার কারণেই মৃত্যু হয়েছে বলেই জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে। করোনার নতুন ঢেউয়ের মাঝেই, ভারতে খোঁজ মিলেছে এই সংক্রমণের নতুন ভ্যারিয়েন্টের। শনিবার এনবি. ১.৮.১ এবং এলএফ. ৭-এর চার ধরনের ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ মিলেছে । ২০২৫ সালের মে পর্যন্ত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এলএফ.৭ এবং এনবি ১.৮.১ সাবভেরিয়েন্টগুলিকে ভ্যারিয়েন্ট আন্ডার মনিটরিং হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে, ভ্যারিয়েন্ট অফ কনসার্ন বা ভ্যারিয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট হিসাবে নয়। কিন্তু চিন এবং এশিয়ার নানা জায়গায় এই ভ্যারিয়েন্টের হদিশ মিলেছে ইতিমধ্যে।

বিশেষজ্ঞদের একটা অংশের ধারণা, করোনা নতুন করে ছড়ালেও আগের মতো মারণ ক্ষমতা হারিয়েছে এই ভাইরাস। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, নতুন এই স্ট্রেনেও রোগীমৃত্যুর সংখ্যা বেশ উদ্বেগজনক। গত একমাসে ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে কেন্দ্র জানিয়েছে এই ৭ জনের মধ্যে ছ'জনেরই গুরুতর কো মর্বিডিটি ছিল। ফলে বিশেষ উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট মামলায় চার্জশিট পেশ করল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিজিটাল অ্যারেস্ট সংক্রান্ত একটি মামলায় ৬০ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা করল কেন্দ্রীয় আর্থিক তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সূত্রে খবর, পিএমএলএ আদালতে এই চার্জশিট জমা করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকেরা। 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' নামে এই নয়া পন্থা সাইবার আধিকারিকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল। নতুন এই পন্থায় এরই মধ্যে বহু মানুষের আমানত আত্মসাৎ করেছে অভিযুক্তরা। ইডি সূত্রে খবর, ডিজিটাল গ্রেপ্তারির ভয় দেখিয়ে ১৫০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে এই চক্রের মাথারা। আদালত সূত্রেও খবর, চার্জশিটে তেমনটাই উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকরা। একইসঙ্গে মাস্টারমাইন্ড হিসাবে চার্জশিটে চিরাগ কাপুর ও যোগেশ দুয়ারের নাম উল্লেখ রয়েছে। ইডির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, রীতিমতো কোম্পানি তৈরি করে এই প্রতারণা চক্র চালানো হত। এর পাশাপাশি চার্জশিটে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুই অভিযুক্তের ৩০০ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫০০ কোটি টাকার লেনদেনের হদিশ মিলেছে। দুবাই থেকে চলতো এই ডিজিটাল অ্যারেস্টের প্রতারণা। এই প্রসঙ্গে ইডি এও উল্লেখ করেছে, ৩৫০ সিমে ইন্টারন্যাশনাল রোমিং চালু করে প্রতারণা চলত। এই চক্রের মাথাদের ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলেও চার্জশিটে জানিয়েছে ইডি।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভর্ৎসিত পরিবহণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দপ্তরভিত্তিক কাজে স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে পরিবহণ দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন তিনি। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি পরিবহণ দপ্তরের তরফে বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে একটি ঋণচুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। তবে সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোনও পূর্ণাঙ্গ তথ্য পৌঁছয়নি সময়মতো। এই পরিস্থিতিতে বৈঠকে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী নিজের প্রতিক্রিয়া জানান। তাঁর মন্তব্য ছিল;'আমার কাছে আনবে না, ক্যাবিনেটে আনবে না, আর তুমি ঋণ নিয়ে নেবে?' পরিস্থিতি বিবেচনায় মুখ্যসচিবকে কড়া নির্দেশও দেন তিনি;'আমার কাছে যেন সব আসে।' রাজ্য পরিচালনার নীতিগত সিদ্ধান্তে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা ফের একবার স্পষ্ট করে দেন তিনি। নবান্ন সূত্রে আরও খবর, মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান; কোনও দপ্তর ভবিষ্যতে এমন সিদ্ধান্ত নিলে তা আগে তাঁকে এবং মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে। এদিন বৈঠকে আরও একটি প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি আইন-পরিকাঠামো এখনও কাঙ্ক্ষিত গতিতে এগোচ্ছে না; এই অভিযোগ তুলে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সূত্রের খবর, এই বিষয়ে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ও রাষ্ট্রমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য, অর্থ, আইন, পুর দপ্তরের ৩৩৬টি পদ সৃষ্টি এবং শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে।

অসুস্থতা কারণ! গৃহবন্দি অনুব্রত

বোলপুরে মিছিলের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বোলপুর থানার আইসি-কে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজের অভিযোগে মামলা রুজু হলেও, এখনও পর্যন্ত জামিনের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হননি তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। শান্তিনিকেতনের একটি মেডিক্যাল কলেজের সার্টিফিকেট দেখিয়ে বর্তমানে বোলপুরের নিজ বাসভবনেই 'অসুস্থতা'র কারণ দেখিয়ে গৃহবন্দি অবস্থায় রয়েছেন তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩০ ও ৩১ মে অনুব্রতকে হাজিরার নোটিস পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে থানায় যাননি। বরং, তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকের দেওয়া চিকিৎসা-প্রমাণ আদালতে পাঠান।

ওই মেডিক্যাল রিপোর্টে সই রয়েছে হিটলার চৌধুরী নামে এক চিকিৎসকের। ঘটনাচক্রে, রামপুরহাট ১-এর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের (বিএমওএইচ) নামও হিটলার চৌধুরী। বিতর্ক তা নিয়েই। প্রশ্ন উঠেছে, বিএমওএইচ পদে থাকা সত্ত্বেও তিনি কী ভাবে একটি বেসরকারি হাসপাতালে রোগী দেখছেন এবং মেডিক্যাল রিপোর্টও তৈরি করে দিচ্ছেন? তা হলে অনুব্রতের মেডিক্যাল রিপোর্ট কি 'অবৈধ'?

তবে অনুব্রতের মেডিক্যাল রিপোর্টে সই থাকা চিকিৎসক এবং রামপুরহাট ১-এর বিএমওএইচ একই ব্যক্তি কি না, সে বিষয়ে পুলিশের তরফে সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে ক্রমেই চাপ বাড়ছে শাসক দলের অন্দরে। বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডল যদিও এখন জেলা সভাপতির দায়িত্বে নেই, তবু তিনি এখনও জেলা কোর কমিটির সদস্য পদে বহাল রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও দলীয় পদক্ষেপ না হওয়ায়, বিরোধীরা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, ৯ জুন বোলপুর শহরে অনুব্রত মণ্ডলের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করবেন তাঁরা। একদিকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযুক্তের প্রতি 'নরম মনোভাব', অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের লাগাতার চাপে ঘনীভূত হচ্ছে রাজনৈতিক অস্বস্তি।

এই প্রথম নয়-২০১৩ ও ২০১৭ সালেও পুলিশের উদ্দেশে 'বোম মারার' মতো বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন অনুব্রত। ফলে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, এই ধরনের অপেশাদার আচরণ তাঁর ক্ষেত্রে 'নতুন' কিছু নয়।

তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটির অন্য সদস্যরা কেউই প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁদের এই নীরবতাও রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

ফোকাসে অধরা মাধুরী...

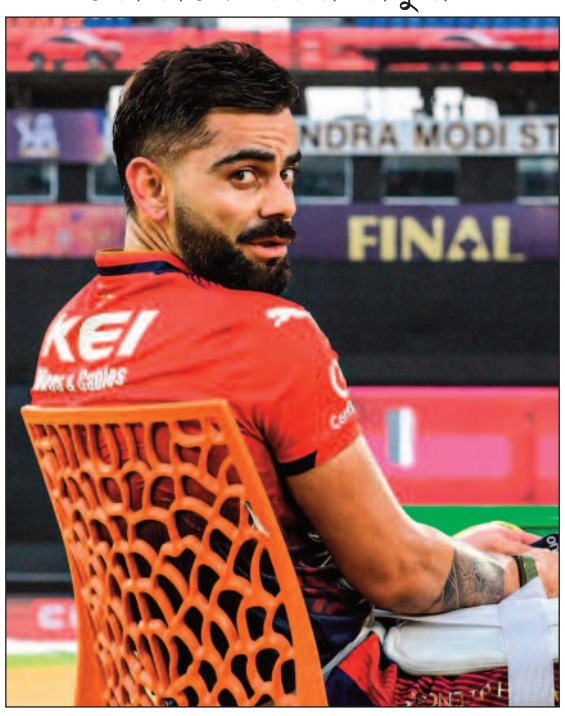

আজ মেগা ফাইনাল। অধরা আইপিএল ট্রফিই পাখির চোখ বিরাট কোহলির।

ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে দক্ষিণবঙ্গে খুব দ্রুতই প্রবেশ করছে বর্ষা। তবে তার আগে এক দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গবাসী। বর্ষার দেখা তো দূর-অস্ত, বরং হাঁসফাঁস গরমে নাজেহাল তাঁরা। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পশ্চিমের শুষ্ক আবহাওয়া বর্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। তবে নির্ধারিত সময় ১০ জুনের পরেই বর্ষা আসার সম্ভাবনা। ২৯ মে থেকে বালুরঘাট পর্যন্ত এসে থমকে আছে মৌসুমী অক্ষরেখা। এরে জেরে সপ্তাহভর আবহাওয়া শুকনো থাকবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আগামী এক সপ্তাহে পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সঙ্গে বাড়বে তাপমাত্রা।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস চড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের পারদ। তবে এরপরের চার দিনে তাপমাত্রার আর বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি অর্থাৎ উপরের দিকের এই পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

পাশাপাশি, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, নিম্নচাপের প্রভাব আপাতত কেটে গিয়েছে। বর্ষাও দক্ষিণবঙ্গের দুয়ারে এসে পৌঁছয়নি। ফলে নতুন করে ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি নেই। ফলে এই অসহ্য এবং অস্বস্তিকর গরম থেকে বাঁচতে বর্ষার দিকে চাতকের মতো তাকিয়ে রাজ্যবাসী। এদিকে মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, ৩ জুন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাতেই আশার আলো দেখছে দক্ষিণবঙ্গবাসী।

উল্লেখ্য, দশদিন আগেই বর্ষা ঢুকেছে উত্তরবঙ্গে। সেখানে ৫ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসও দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা কবে ঢুকবে তা নিয়ে এখনও সঠিক ভাবে কিছু জানায়নি আলিপুর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে, সোমবার কলকাতার আকাশ ছিল মেঘলা। তবে আর্দ্রতা বেশি থাকায় প্যাচপ্যাচে ঘাম হয়েছে দিনভর। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকায় দুর্বিসহ হয়ে উঠছে গরম।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০২/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৮৩৬ নং এফিডেভিট বলে Asit Baran Shil S/o. Nimai Charan Shil ও Asit Baran Sil S/o. N. C. Sil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৭৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Buddhadeb Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Upendra Nath Das ও N. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

২৮/০৫/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Abdul Kahar Sekh S/o.- Ukil Sekh ও Aboul Kahar Sk S/o- Ukil Sk উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

১৪/০৫/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Safikul Hasan Sekh ও Safukul Hasan Sekh উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

NAME CHANGE

I Sujata Kundu w/o, Sovan Dutta residing at Vill.-Kacharipara, P.S.-Basirhat, Dist-North 24 Pgs., hereby declare that in my son Somsik Dutta's birth certificate my name wrongly recorded 'SUJATA (KUNDU) DUTTA' instead of 'SUJATA DUTTA'. So 'Sujata Kundu' and 'Sujata (Kundu) Dutta is the same and one identical person through as affidavit 1'st class Judicial Magistrate, Basirhat, dt. on 02.06.2025.

LEGAL NOTICE

My clients Pramod Kumar Jalan, Abhishek Jalan and Vaibhav Kumar Jalan being the joint owners of premises no. 68A/1B, Nimtalla Ghat Street, Kolkata-700006, Ward 20, P.S. Jorabagan have lost their original deed of conveyance of the said property. Consequently G.D. being No. 1617 DT: 20/06/2020 has already been lodged to the concerned P.S.

My clients may dispose of the said premises and as such if anybody have any claims and or lien in the said property may please contact the undersigned with relevant documents within 21 days, failing which, such claim/lien will stand forfeited and ceased to exist and will not be entertained.

Moti Sagar Tiwari
Advocate
1B, Old Post Office Street, 4th Floor,
Emerald House, Kolkata-700001
Email: tiwarimotisagar@gmail.com
Mobile: 9831778822

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩ রা জুন। ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার। অষ্টমী তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্বোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো।। দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়।। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার তিরোধান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

DECLARATION

I, Sabina Begam,W/o- Habib Ali Shah residing at Vill- Baranga, P.O-Depal, P.S-Ramnagar, Dist-Purba Medinipur, 721453 W.B., Shall be known as Sabina Begam as declared before the Judicial Magistrate 1st Class at Contai Court Vide no. 1071 dated 24/04/2025 Sabina Bagam and Sabina Yasmin Begam is the same and Identical person

NOTICE

I, Dipankar Ghosh, S/O-Lt. Nirendra Nath Ghosh residing at 24, Paddapukur Road, PO, L.R Sarani, PS-Bhawanipore, The property mentioned below was empowered in the year 2024 from D.S.R-III, Alipore, South 24 prgs vide deed I-18633/24 to Madhu Maloo, W/O-Hemant Maloo residing at P-173, Scheme-IV, C.I.T Road near Trikon Park, PO-Beliaghata, Kolkata 700010 as the Power of Attorney. If anyone has any objection in the matter, please contact D.S.R-III, Alipore, South 24 prgs. Secdule property :- 1. Khatian No - L.R 367, L.R Dag No 887, Nature Aush, Total 28.125 dec out of 225 dec, 2. Khatian No -L.R 82, L.R Dag No 888, Nature Pukur, Total 33.625 dec out of 269 dec, 3. Khatian No - L.R 3004, L.R Dag No 889, Nature Pukurpar, Total 17.875 dec out of 143 dec

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **অমিত কুমার সাহা**, পিতা- খোকন সাহা, সাং- অফিসঘাট রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, বিক্রেতা **পাঁচু গোপাল সাহা**, পিতা- ৺দীনবন্ধু সাহা, সাং- মাথাপুর রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া গত ইংরাজী ২৯.১১.২০১২ তারিখে নবদ্বীপ সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৫০৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে উক্ত বিক্রেতার পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তার **অমিত পাল**, পিতা- ৺সত্য পাল, সাং- অফিস ঘাট রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়ার নিকট হইতে গত ইংরাজী ০৭.০৫.২০১৪ তারিখে নবদ্বীপ ADSR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২৩৬৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নবদ্বীপ থানার অধীন ২০নং নবদ্বীপ মৌজার RS ৪১৩৬/৪১৩৮ ও LR ৮৫৪১ নং দাগের LR ৪৯০৩নং খতিয়ানভুক্ত ০.০৩০০ একর সম্পত্তি খরিদ করেন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নবদ্বীপ BL&LRO অফিসে নিজ নাম রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ BL&LRO অফিসে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

সুভাষ পাল (এ্যাডভোকেট), নবদ্বীপ কোর্ট ।
Enrollment No.: F/799/1160/2016

আমমোক্তারনামা

আমার ১) পদম সিং শ্রী মল, পিতা স্বর্গীয় প্রেম সিং শ্রী মল সাকিন ৩১ নং তারা সুন্দর সরকার রোড, পো: ও থানা এন্টালি ... [illegible] ... জমির পরিমাণ ২৩.০০ শতক যাহা এ.আর-২, কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির, ভলিউম নং ১৯০২, পাতা নং ৪৬৪৮ হইতে ৪৬৬১ ইং ১৪৩১ সনের ১৮৮২৭ নং দলিল মূলে লিপিবদ্ধ আছে। উপরে উক্ত দাগ খতিয়ানভুক্ত ভিটি জমি চঞ্চল সিং ছাজড়, পিতা স্বর্গীয় গম্ভীর সিং ছাজোর, সাকিন জৈনপট্টি বেগুনবাড়ি মহল্লা, পো:-আজিমগঞ্জ, থানা জিয়াগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ আমাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে কোলকাতা এ. আর-২ অফিসে উপযুক্ত প্রমাণ সহ যোগাযোগ করিবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী সুরজিত আদক** পিতা ৺প্রসাদ আদক সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয় বিগত ইং ২৯/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5173/ 2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে(**শ্রী ধ্রুব সাগর** পিতা ভোলাপ্রসাদ যাদব, সাকিম ৩০৩, ইরা এপার্টমেন্ট, অগ্রদূত মাঠ, আনন্দ নগর, বালী, হাওড়া-৭১১২২৭), <u>তপশীল</u> –জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা আলিপুর, জে.এল. নং ৪৮, হাল এল. আর ১৭৫৩ নং খতিয়ানে, সাবেক ৩১৮ তথা হাল এল. আর ৩৪৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪০ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ২০ শতক তন্মধ্যে ১৮.২০ শতক সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এবং **১)শ্রীমত্যা রানু মল্লিক** স্বামী ৺প্রকাশ চন্দ্র মল্লিক ও **২)কুমারী শ্রেয়া মল্লিক** পিতা ৺প্রকাশ চন্দ্র মল্লিক উভয়ের সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৯/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে **রেজিস্ট্রিকৃত** I-5174/ 2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে(**শ্রী ধ্রুব সাগর** পিতা ভোলাপ্রসাদ যাদব, সাকিম ৩০৩, ইরা এপার্টমেন্ট, অগ্রদূত মাঠ, আনন্দ নগর, বালী, হাওড়া-৭১১২২৭), <u>তপশীল</u> –জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা আলিপুর, জে.এল. নং ৪৮, হাল এল. আর ১২৫৩ নং খতিয়ানে, সাবেক ৩১৯ তথা হাল এল. আর ৩৪৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৮০ শতকের মধ্যে ০.১৬৬৭ অংশে ১৩ শতক সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে আমি **শ্রী ধ্রুব সাগর** উক্ত দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল বলে প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের পর ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী ধ্রুব সাগর**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
<u>২০২৪ সালের ৮৯ নং এ্যাক্ট ৩৯ নং মোকর্দ্দমা,</u>

দরখাস্তকারী :- অন্তরিপ প্রামাণিক, পিতা - শ্রী জয়ন্ত প্রামাণিক, সাকিম গ্রাম সিজা, পোঃ- খামারগাছি, থানা- বলাগড়, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৫১৫, এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-হুগলী, থানা- বলাগড়ের অধীন গ্রাম সিজা, পোঃ- খামারগাছি, থানা- বলাগড়, জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২৫১৫ নিবাসী অধুনা মৃতা **স্বপ্না চক্রবর্ত্তী** (পিতা মৃত বিভূতি ভূষণ প্রামাণিক) বিগত ইংরাজী ২২/১১/২০২০ তারিখে বে-উইল অবস্থায় পরলোকগমন করায় তাঁহার ত্যক্ত জেলা-হুগলীর এস.বি.আই. বলাগড় ব্র্যাঞ্চে এস.বি. এ্যাকাউন্ট ও ফিক্সড্ ডিপোজিট-এ গচ্ছিত নিম্নে তপশীলে বর্ণিত সর্ব্বমোট ১৭,৭৫,০৫৪ (সতেরো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চুয়ান্ন)টাকা সুদ সহ সংগ্রহ করিবার প্রার্থনায় উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্র আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমায় সাকসেশন্ সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্তে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়া থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় আইনজীবির মাধ্যমে লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের এক তরফা শুনানী হইয়া যাইবে। নিম্নে তপশীলে particulars দেওয়া হইল।

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Debtors	Account No.	Date & Maturity	Balance
1	State Bank of India Balagarh Branch Hooghly	Savings Account No. 32248899188		Rs. 2,71,561 /- up to September 2024
2	State Bank of India Balagarh Branch Hooghly	Savings Account No. 32355402018		Rs. 1,34,895/- up to October 2024.
3	State Bank of India Balagarh Branch Hooghly	Fixed Deposit Account No. 32431880168	27-05-2022	Rs. 4,00,567/-
4	State Bank of India Balagarh Branch Hooghly	Fixed deposit Account No. 32431881967	17-07-2022	Rs. 9,68,031/-

Total amount Rs. 17,75,054 / - with accrued interest if any.

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
শ্রী হরিপদ দেবনাথ (উকিলবাবু)
চুঁচুড়া কোর্ট, হুগলী ।

আদালতের আদেশানুসারে
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী চুঁচুড়া

DRAFT NOTICE
IN THE CITY CIVIL COURT AT CALCUTTA
BEFORE THE LEARNED XIII[TH] JUDGE
TITLE SUIT NO. 139/ 2020

Parameswar Samal, aged about 63 years, son of Late Dhruba Charan Samal of 6, Gobinda Sarkar Lane, Police Station-Muchipara, Kolkata - 700012 ....Plaintiff

\- Versus -

1. Sri Jyotirindra Nath Dey, son of Late Amarendranath Dey, residing at 40F, Dr. Suresh Sarkar Road, Kolkata - 700014.
2. Smt. Mira Dey, wife of Late Manabendra Nath Dey
3. Sri Ashok Nath Dey
4. Sri Arindra Nath Dey
(2) to (4) to (4) are the daughter and son respectively of Late Manbendra Nath Dey, all are residing at 3, Gobinda Sarkar Lane, Kolkata - 700012.
5. Smt. Aparna Dey, Wife of Late Somendra Nath Dey, Residing at 3, Gobinda Sarkar Lane, Kolkata-700012.
6. Mrs. Gouri Ghosh, Wife of Kamal Krishna Ghosh and daughter of Late Amarendra Nath Dey, residing at Dutta Road, 142/1/1, Narasingha Kadamtala Howrah.
7. Mrs. Rama Bose, Wife of Late Tarun Kumar Bose and daughter of Late Amarendra Nath Dey, residing at 13, Mahanirvan Road, Kolkata-700029
8. Mrs. Basanti Sarkar, wife of Chapal Sarkar and daughter of Late Amarendra Nath Dey, residing at 114, Elliot Road, Kolkata-700016.
9. Mrs. Kalyani Ghosh, wife of Kartick daughter of Late Chandra Ghosh, Amarendra Nath Dey, residing at 8B, Sajer Dutta Road, Kolkata-700029.
10. Mrs. Atashi Mitra, wife of Subhas Mitra and daughter of Late Amarendra Nath Dey, residing at 1/23, Gariahat Road, Jodhpur Park, Kolkata-700068.
all Trustee to the Trust Estate of Amarendra Nath Dey of No.48/1A, Suresh sarkar Road, 2nd floor, Kolkata 700 014.
11. Bijay Mullick, Fathers name not known to the Petitioner, residing at 5/5A, Gobinda Sarkar Lane, Kolkata-700012 .....**Defendants**

To
5. Smt. Aparna Dey, Wife of Late Somendra Nath Dey Residing at 3, Gobinda Sarkar Lane, Kolkata-700012.
6. Mrs. Gouri Ghosh, Wife of Kamal Krishna Ghosh and daughter of Late Amarendra Nath Dey, residing at 142/1/1, Narasingha Dutta Road, Kadamtala Howrah.
7. Mrs. Rama Bose, Wife of Late Tarun Kumar Bose and daughter of Late Amarendra Nath Dey, residing at 13, Mahanirvan Road, Kolkata-700029.

Take Notice that the plaintiff has filed the above mentioned Title Suit against you on **04.02.2020** for Declaration and Injunction. The defendants no. 5,6 and 7 are requested to appear on **03/07/25 at 10:30 a.m.** either personally or through Advocate to contest the above Title Suit in default the matter will be heard and proceed ex-parte.
Given under my hand and seal of this Court, **the 17th of may, 2025.**

BY ORDER
CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER
CITY CIVIL COURT, CALCUTTA

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **রাধারমন দেবনাথ**, পিতা- ৺রাজেশ্বর দেবনাথ, সাং উঁচু জাপট, পোঃ ও থানা কালনা, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, বিক্রেতা **কিরণবালা দেবনাথ ওরফে কিরণবালা দেবী**, স্বামী- হরিবন্ধু দেবনাথ, সাং পাতাল সাধু সরণী, মণিপুর রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, গত ইংরাজী ২৩.০৫.২০২২ তারিখে নবদ্বীপ সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৭৭০ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে উক্ত বিক্রেতার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তার **গৌতম দে**, পিতা- ৺মধুসুদন দে, অফিসঘাট রোড, পোঃ ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়ার নিকট হইতে গত ইংরাজী ২১.০৫.২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ ADSR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৫৭৩ নং বিক্রয়কোবালা দলিলমূলে নবদ্বীপ থানার অধীন ২০নং নবদ্বীপ মৌজার RS ৫৫৪৫ ও LR ৮৪৭৯নং দাগের LR ১৭০৫/২ নং খতিয়ানভুক্ত ০.০৩৩০ একর সম্পত্তি খরিদ করেন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নবদ্বীপ BL&LRO অফিসে নিজ নাম রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ BL&LRO মহেশগঞ্জ অফিসে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে

সুভাষ পাল (এ্যাডভোকেট), নবদ্বীপ কোর্ট ।
Enrollment No.: F/799/1160/2016

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **গীতা দেবনাথ**, স্বামী- চঞ্চল দেবনাথ, সাং সরকারপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, বিক্রেতা কিরণবালা দেবনাথ ওরফে কিরণবালা দেবী, স্বামী- ৺হরিবন্ধু দেবনাথ, সাং পাতাল সাধু সরণী, মণিপুর রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, গত ইংরাজী ২৩.০৫.২০২২ তারিখে নবদ্বীপ সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৭৭০নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে উক্ত বিক্রেতার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তার **গৌতম দে**, পিতা- ৺মধুসুদন দে, অফিসঘাট রোড, পোঃ ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়ার নিকট হইতে গত ইংরাজী ২১.০৫.২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ ADSR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৫৭২নং বিক্রয়কোবালা দলিলমূলে নবদ্বীপ থানার অধীন ২০নং নবদ্বীপ মৌজার RS ৫৫৪৫ ও LR ৮৪৭৯নং দাগের LR ১৭০৫/২ নং খতিয়ানভুক্ত ০.০৩৩০ একর সম্পত্তি খরিদ করেন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নবদ্বীপ BL&LRO অফিসে নিজ নাম রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ BL&LRO মহেশগঞ্জ অফিসে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

সুভাষ পাল (এ্যাডভোকেট), নবদ্বীপ কোর্ট ।
Enrollment No.: F/799/1160/2016

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেলগণ **(১) অসিত কুমার পাল**, পিতা- অতীন্দ্র নাথ পাল ও **(২) সরস্বতী পাল**, স্বামী- অসিত কুমার পাল, উভয়ের সাং- ২১ নং মতিলাল বসাক লেন, থানা- ফুলবাগান, কোলকাতা- ৫৪, বিক্রেতা অঞ্জনা সিংহ, পিতা- ৺শ্যামাচরণ সিংহ, সাং নুকুড়ি, পোঃ ও থানা ও জেলা- বর্ধমান, গত ইংরাজী ১৬.১২.২০১১ তারিখে A.R.A.-III কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৭১১৩নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে উক্ত বিক্রেতার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তার **বাসুদেব দাস**, পিতা- ৺তরুন কুমার দাস, সাং- ওলাদেবী তলা, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে গত ইংরাজী ২৮.০৯.২০১২ তারিখে নদীয়া DSR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১০৯৩৩নং বিক্রয়কোবালা দলিলমূলে নবদ্বীপ থানার অধীন ২০নং নবদ্বীপ মৌজার RS ২৭৭৯ ও LR ৫২৪৯নং দাগের LR ৩১৩৮নং খতিয়ানভুক্ত ০.০১৬১ একর সম্পত্তি যৌথভাবে খরিদ করেন। এক্ষনে আমার মক্কেলগণ উক্ত সম্পত্তি নবদ্বীপ BL&LRO মহেশগঞ্জ অফিসে নিজ নাম রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ BL&LRO মহেশগঞ্জ অফিসে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **সুভাষ পাল (এ্যাডভোকেট), নবদ্বীপ কোর্ট ।**
Enrollment No.: F/799/1160/2016

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীস্থিত, ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর
<u>এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৩৮ / ২০২৪</u>

দরখাস্তকারিনী:- নাল্লা রাধা, স্বামী- স্বর্গীয় নাল্লা রামা রাও, নিবাস- প্রযত্নে- দিলীপ বোস, ২৭, এস এন দত্ত রোড, দক্ষিন নাটাগড় ক্লাবের নীকটে, পোঃ- সোদপুর, থানা- ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১১৩, পঃবঃ।

এতদ্বারা স্বর্গীয় **নাল্লা রামা রাও**, পিতা- স্বর্গীয় নাল্লা কুরমা রাও, নিবাস ১/ডি/ইউ, এস এন জ্যুটমিল স্টাফ কোয়ার্টার, পোঃ ও থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১২৪, পঃবঃ এর স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারিনী স্বর্গীয় **নাল্লা রামা রাও** মহাশয়ের নিম্ন তপশীল বর্ণিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইবার জন্য উপরোক্ত মোকদ্দমাটি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন রূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় কোন উকিলবাবু মারফত আদালতে জানাইবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি এক তরফা বিচার হইয়া নিস্পত্তি হইবে ।

<u>তপশীল সম্পত্তি</u>

স্বর্গীয় নাল্লা রামা রাও, মহাশয়ের ভদ্রেশ্বরস্থিত আদিত্য ট্রানসলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হইতে প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ডবাবদ ৭২,২৯২/- (বাহাত্তর হাজার দুইশত বিরানব্বই) টাকা ।

নাল্লা রাধা দরখাস্তকারিনী পক্ষে
সুশোভন ঘোষ (আইনজীবি)
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
জেলা ডেলিগেট আদালত চন্দননগর

LEGAL NOTICE

My client Abhishek Jalan son of Late Pradip Kumar Jalan being the sole owner of First Floor Flat at premises no. 68A/1B, Nimtalla Ghat Street, Kolkata-700006, Ward 20, P.S. Jorabagan have lost the original Gift Deed of the said First Floor Flat. Consequently G.D. Entry No. 45 DT: 01/06/2025 has already been lodged to the concerned P.S..

My client may dispose of the said First Floor Flat and as such if anybody have any claims and or lien in the said flat may please contact the undersigned with relevant documents within 21 days, failing which, such claim/lien will stand forfeited and ceased to exist and will not be entertained..

Moti Sagar Tiwari
Advocate
1B, Old Post Office Street, 4th Floor,
Emerald House, Kolkata-700001
Email: tiwarimotisagar@gmail.com
Mobile: 9831778822

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

‘রাজ্যে জামাতের পুলিশ ও সরকার চলছে’

বিস্ফোরক অভিযোগ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পুলিশ জামাতের ভোটব্যাঙ্ক ও জামাতের পুলিশ ও সরকারে পরিণত হয়েছেন।’ সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই কটাক্ষ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে সরে গিয়ে মৌলবাদী তোষণের পথে হাঁটছে। গার্ডেনরিচ থানার একটি ঘটনায় পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘গার্ডেনরিচ থানায় একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ‘মা কামাখ্যা’-কে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে তো গ্রেপ্তার করা হয়নি! এটাকেই সাম্প্রদায়িকতা বলে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এটা একশো শতাংশ সাম্প্রদায়িক দল। আর যে হিন্দুরা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেন, তাঁদের সঙ্গে থাকেন, তাঁরাও এই পাপের সমান ভাগীদার।’

এর পাশাপাশি, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে নিশানা করে তিনি মন্তব্য করেন, ‘আইপিএল কোথায় হবে সেটা নির্ধারণ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট কমিটি আছে, তারাই ঠিক করবে।’ সঙ্গে এও যোগ করেন, ‘উনি ও তাঁর ভাই বরং টলিউড নিয়ে ভাবুন। সেখানে যা অবস্থা করেছেন, আগামী দিনে যেন তা রাজ্যের বাইরে না চলে যায়।’ তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন সুকান্ত। তাঁর ভাষায়, ‘কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অপ্রকৃতস্থ। তিনি মুখ খুললেই দুর্গন্ধ ছড়ান। কাউকে কামড়েও দিতে পারেন। তাই তাঁর থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই ভালো।’ সবশেষে ২৬ জুনের ভোটকে সামনে রেখে তিনি দলীয় মনোভাব স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমরা ২৬-এ পরিবর্তন করতে চলেছি। আমরা আর শুধু বিরোধী দল হয়ে থাকব না।’

সনাতনীদের কাছে মমতাকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বয়কটের আহ্বান অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ‘ধর্মীয় ব্ল্যাকমেল’, ‘সনাতনীদের প্রতি বিদ্বেষ’ এবং ‘সাম্প্রদায়িক রাজনীতি’ করার অভিযোগ তুলে তীব্র আক্রমণ করলেন ব্যারাকপুরের বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একাধিক মন্তব্য করে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ধর্মীয় পরিচয় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁর প্রশাসনের ‘পক্ষপাতদুষ্ট’ মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন।

ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং লেখেন, ‘যাঁরা এত নির্লজ্জভাবে ধর্মকে রাজনৈতিক ফায়দার জন্য ব্যবহার করেন, তাঁরা কীভাবে বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক দল বলে দাগাতে পারেন?’ তিনি তার পোস্টে মুখ্যমন্ত্রীর একটি ভিডিও পোস্ট করে আরও অভিযোগ করেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মীয় সমাবেশগুলিকে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, এই ভিডিওটি তারই একটি নমুনা।’ যদিও কোন ভিডিওর কথা তিনি ইঙ্গিত করেছেন, তা স্পষ্ট করেননি, তবে তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বা বক্তব্যই তাঁর এই মন্তব্যের উৎস। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ‘ভোটব্যাংককে ব্ল্যাকমেল’ করার অভিযোগ তুলে অর্জুন সিং লেখেন, ‘বিজেপিকে পরাজিত করতে ভোট ব্যাঙ্ককে ব্ল্যাকমেল করতে তিনি কোনও কৌশল বাদ রাখছেন না।’ তিনি আরও অভিযোগ তোলেন, ‘তাঁর দলের নেতারা যাঁরা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনুভূতিতে আঘাত করেন, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দেন বা কাজ করেন, তাঁদেরই দলে পদোন্নতি দেওয়া হয়।’ সবচেয়ে কড়া ভাষায় তিনি আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রীর ধর্মীয় পরিচয় প্রসঙ্গে। অর্জুন লেখেন, ‘যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জনসভায় বলেন যে, তিনি হিন্দু, তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ সনাতনীদের বিরুদ্ধে। তিনি এবং তাঁর প্রশাসন সনাতনীদের ওপর আক্রমণে অভিযুক্তদের রক্ষা করে, মদত দেয়।’ শেষে তিনি সব সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে সরাসরি আহ্বান জানান, ‘সমস্ত সনাতনীদের উচিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বয়কট করা।’

সোমবার ১০৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনন্যা ব্যানার্জীর উদ্যোগে ও APAI Association of Professional Academic Institution– WBV এর সহযোগিতায় Master Mentor 2025 Career Fair for Madhyamik– HS– ISCE– ISC– CBSC X– XII Students -এর শুভ সূচনা করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ব্রাত্য বসু। উপস্থিত ছিলেন যাদবপুরে সাংসদ সায়নী ঘোষ, বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার-সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা। ওয়ার্ডের ৫০০ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচনে জয়ী এআইডিএসও-র সমর্থকদের উচ্ছ্বাস।

অবসর সময় বাঁশি বাজিয়ে জীবনে আনন্দ উপভোগ করছেন দোকানদার। অনাথ বাবু মার্কেটে তোলা ছবি।

নতুন মহকুমা হচ্ছে ফরাক্কা, মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত পাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা নতুন মহকুমা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে জেলাটির প্রশাসনিক কাঠামোয় যুক্ত হল আরও একটি মহকুমা।

নতুন ফরাক্কা মহকুমা গঠিত হচ্ছে ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সূতি-১ ও সূতি-২ ব্লককে নিয়ে। এতদিন এই চারটি ব্লক জঙ্গিপুর মহকুমার অধীনে ছিল। কিন্তু বিশাল জনসংখ্যা ও বিস্তৃত ভৌগলিক এলাকা সামলাতে গিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা প্রশাসনের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছিল। সেই পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক কার্যকারিতা বাড়াতে ফরাক্কাকে পৃথক মহকুমা করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠিত এক প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ফরাক্কায় নতুন মহকুমা গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণার পরপরই রাজ্য প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নতুন মহকুমায় প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে রাজ্য মন্ত্রিসভা ১০৯টি চুক্তিভিত্তিক পদ তৈরির প্রস্তাবেও অনুমোদন দিয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ফরাক্কার এসডিপিও অফিসেই আপাতত নতুন এসডিও বসবেন এবং সেখান থেকেই মহকুমা স্তরের প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হবে। জঙ্গিপুর মহকুমায় ইতিমধ্যেই দুটি পৃথক পুলিশ মহকুমা রয়েছে। একদিকে জঙ্গিপুর, অন্যদিকে ফরাক্কা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩ জুন ২০২৫, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

এক নজরে

শরৎ বোস রোডের হোটেলে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন– বড়বাজারের মেছুয়াবাজারের আগুনের স্মৃতি একটুও ফিকে হয়নি। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ১৪ জনের। আর এই ঘটনাকে যেন আরও একবার মনে করিয়ে দিল রবিবার রাতের কলকাতা। শরৎ বোস রোডের এক হোটেলে লাগে ভয়াবহ আগুন। সূত্রে খবর, রবিবার রাত ১টা নাগাদ ৪৪-এ শরৎ বোস রোডে পাঁচতলা এক হোটেলে আগুন লাগে।মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আগুন কনফারেন্স রুমে লাগলেও সেই সময় হোটেলে আবাসিক হিসেবে ছিলেন ৫০ জনেরও বেশি মানুষ। এঁদের মধ্যে কেউ ডাক্তার দেখানোর জন্য বাইরে থেকে এসেছেন, তো কেউ আবার অফিসের কাজে কলকাতায় এসে এই হোটেলে উঠেছিলেন। দমকল কর্মীরা হোটেল রুম থেকে সবাইকে নিরাপদে বাইরে বের করতে থাকেন। দমকলের মোট পাঁচটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এরই মাঝে বিপদ এড়াতে ডিএমজি তরফে কনফারেন্স রুমে সব জানলার কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়। আগুন নেভাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন জালাল মণ্ডল নামের এক দমকল কর্মী। দমকল সূত্রে খবর, হতাহত কোনও খবর নেই। দমকল আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, কনফারেন্স রুমের এসি থেকে শর্ট সার্কিট হয়েই আগুন লেগে থাকতে পারে।

যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: দত্তপুকুর থানার অধীনস্থ নীলগঞ্জ ফাঁড়ির নীলগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে রবিবার রাতে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবক শেখ সমীর আলি বন্দীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙাডিঘিলার বাসিন্দা ছিলেন। যদিও যুবকের মৃত্যু নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। মৃতের ভাই শেখ শৈলেন জানান, ভাইয়ের ফোনে ফোন করলে নীলগঞ্জ ফাঁড়ির এক পুলিশ জানান তাঁর ভাই পথ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। ওকে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁরা ওই হাসপাতালে গিয়ে দেখেন সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। কিছুক্ষণ বাদে দুই বন্ধু অ্যাম্বুলেন্স করে সমীরকে আনে। তৎক্ষনাৎ তাঁকে বন্দীপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতের ভাইয়ের দাবি, বাইক নিয়ে দুর্ঘটনায় তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু হয়নি। ভাইয়ের শরীরের কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই। তাঁর অভিযোগ, শত্রুতার জেরে তাঁর ভাইকে কেউ বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। কারণ, ভাইয়ের মুখ থেকে গ্যাজলা বেরোচ্ছিল। গোটা বিষয়টাই খতিয়ে দেখছে নীলগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ও রহড়া থানার পুলিশ।

স্কুটি চালানোর শখ মেটাতে গিয়ে মৃত ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শখ ছিল স্কুটি চালানোর। আর স্কুটি চালানো শেখার সময় মাথায় হেলমেট না পরে থাকার কারণে প্রাণ গেল উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী এক ছাত্রীর। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম পূজা সাহা। এয়ারপোর্ট থানা এলাকার বাসিন্দা সে। সূত্রে খবর, রবিবার রাতে তাঁর বন্ধু শুভঙ্কর ভৌমিকের সঙ্গে স্কুটি নিয়ে ঘুরতে যায়। শুভঙ্করের বয়ান অনুযায়ী, রাতে তাঁর কাছে স্কুটি চালানোর আবদার করেন পূজা। সেই আবদার রেখে স্কুটি ছেড়েছিলেন তাঁর হাতে। আর নিজে বসেছিলেন পিছনের আসনে। রাজারহাট রেজওয়ানির ফাঁকা রাস্তায় স্কুটি চালাতে গিয়ে ভুলবশত অ্যাক্সিলারেটর বাড়িয়ে দেন পূজা। ফলে স্কুটি চলতে থাকে ঝড়ের গতিতে। নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে রেড রোডে ইদের নমাজের অনিশ্চয়তা কাটল

নিজস্ব প্রতিবেদন : প্রতিবছরের মতো এবারও ৭ বা ৮ জুন, ইদ-উল-জোহা উপলক্ষে কলকাতার ঐতিহাসিক রেড রোডে (ইন্দিরা গান্ধি সরণি) অনুষ্ঠিত হবে ইদের প্রধান নমাজ। সাময়িক অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি হস্তক্ষেপে সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে জানালেন খিলাফত কমিটির সভাপতি ও রাজ্যের মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান। মন্ত্রী জানান, এবারে সেনার তরফে প্রথমে রেড রোডে জমায়েতের অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যার ফলে ইদের প্রধান জমায়েত নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। সেনার এক পদস্থ কর্তা আনুষ্ঠানিক চিঠির মাধ্যমে খিলাফত কমিটিকে সেই সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে রবিবার ৮, জাকারিয়া স্ট্রিটে খিলাফত কমিটির কার্যালয়ে ডাকা হয় জরুরি বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন জাভেদ আহমেদ খান ছাড়াও সাধারণ সম্পাদক নাসির আহমেদ, মুহাম্মদ খলিল, ইরফান আলি তাজ, ইসহাক মল্লিক, মোমতাজ খান প্রমুখ। সেখান থেকেই রাজ্য প্রশাসন ও সেনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা হয়। জাভেদ খান আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি জানতে পেরে নিজে উদ্যোগ নেন এবং সেনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর হস্তক্ষেপেই সমস্ত জট কাটে। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সকাল সাড়ে আটটায় রেড রোডেই ইদের নমাজ হবে বলে জানান তিনি। রাজ্যের বৃহত্তম ইদের জমায়েত ঘিরে কোনও অনিশ্চয়তা না থাকায় ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন, ‘এই রাজ্য সরকার আগাগোড়াই মুসলিম তুষ্টিকরণের রাজনীতি করে আসছে। তাই এই বছরে রেড রোডে ইদের নমাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন। যদিও রাজ্য সরকারের কাছে সেই রেড রোডেই হিন্দুরা এক ঘণ্টার জন্য হনুমান জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের আবেদন জানালে অনুমতি দেন না। আমরা এই তুষ্টিকরণের রাজনীতির তীব্র নিন্দা করছি।’

নতুন উদ্যমে কাজ শুরুর বার্তা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল পদ থেকে অপসারণের জল্পনাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরুর বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। প্রায় একমাস হৃদরোগজনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর ২৯ মে রাজভবনে কাজে যোগ দেন তিনি। সোমবার এক সাক্ষাৎকারে বোস স্পষ্ট জানান, ‘আমি কোথাও যাচ্ছি না। বরং বাংলাকে হিংসামুক্ত করার লড়াইয়ে এবার আরও জোর দিয়ে নামব।’ ৭৪ বছরের রাজ্যপাল বলেন, বাংলার গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ ও মালদার মতো

হিংসাপ্রবণ এলাকায় খুব শীঘ্রই সফর শুরু করবেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনাই এখন প্রধান লক্ষ্য।বাংলার মানুষ আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে। সেই ঋণ শোধ করতে আমি মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাই।’ রাজ্যপাল স্বীকার করেন, তাঁকে অপসারণের গুঞ্জন কিছুটা বিচলিত করেছিল। তবে দিল্লির ‘দায়িত্বশীল মহল’ থেকে ফোন পেয়ে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন। তাঁদের তরফে তাঁকে জানানো হয়েছে, গুজবে কান না দিয়ে তাঁর পূর্ব নির্ধারিত কাজ পূর্ণ উদ্যমে চালিয়ে যেতে। আনন্দ বোস জানান, তাঁর লক্ষ্য বাংলার মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সমস্যা শোনা ও সমাধান করা। রাজনৈতিক হিংসা থেকে মুক্ত, শান্তিপূর্ণ বাংলার পথে তিনি নিজের ‘মিশন’ জারি রাখবেন বলে জানান।রাজভবনের তরফেও জানানো হয়েছে, রাজ্যজুড়ে সম্প্রীতির বার্তা ছড়াতে এবং হিংসার বিরুদ্ধে সরব হতে রাজ্যপাল তাঁর উদ্যোগে অবিচল রয়েছেন।

আইনি শিক্ষার্থী গ্রেপ্তারির বিরোধিতায় বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, কড়া বিবৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘৃণা ভাষণে অভিযুক্ত আইন শিক্ষার্থী শর্মিষ্ঠা পানোলির গ্রেপ্তার নিয়ে কড়া ভাষায় বিবৃতি দিলেন বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও রাজ্যসভার সাংসদ মনন কুমার মিশ্র। রবিবার এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি জানান, একটি ইতিমধ্যেই মুছে ফেলা সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিওর জন্য তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চাওয়ার পরও শর্মিষ্ঠার বিচারিক হেফাজতে পাঠানো ‘ন্যায়বিচারের পরিপূর্ণ ব্যর্থতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর সরাসরি আঘাত।’ বিবৃতিতে তিনি সরাসরি রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিশানা করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হলেও, বহু গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত অন্যদের রেহাই দেওয়া হচ্ছে। তিনি স্মরণ করান পশ্চিমবঙ্গে বারংবার সংঘটিত নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনা—মরিচঝাঁপি, নন্দীগ্রাম, সাম্প্রতিক মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা—যেখানে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার মতো উদাহরণ তুলে ধরা হয়। অভিযোগ, একদিকে, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হওয়া সহিংসতাকে আড়াল করা হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী মত প্রকাশ করায় শর্মিষ্ঠার মতো এক তরুণী আইন শিক্ষার্থীকে ‘চূড়ান্ত কঠোরতা ও জিঘাংসার মনোভাব’-এর শিকার হতে হয়েছে। বিবৃতিতে তিনি বলেন, যেই সরকার অপারেশন সিঁদুরের মতো জঙ্গি বিরোধী অভিযানের বিরোধিতা করেছে, তারাই আজ নিরীহ মানুষের হত্যার প্রতিবাদ করা এক ছাত্রীর কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। তাঁর মতে, ‘শব্দচয়নের বিচারে ধর্মনিন্দা বলা যায় না’ এবং প্রকৃত গণতন্ত্র মানে হল—নিরপেক্ষতা, সংযম ও সমান অধিকার, প্রতিহিংসা নয়।

শর্মিষ্ঠা পানোলির মুক্তির দাবিতে মমতাকে অনুরোধ কঙ্গনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুণের আইনি পড়ুয়া শর্মিষ্ঠা পানোলির মন্তব্যকে ‘সাম্প্রদায়িক মন্তব্য’ বলে তকমা দিয়ে কলকাতা পুলিশের গ্রেপ্তারির ঘটনায় সরব হতে দেখা যায়, বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতকে। এই গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকারের প্রতি কটাক্ষ ছুড়ে কঙ্গনা বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গকে উত্তর কোরিয়া বানানোর চেষ্টা করবেন না।’ প্রসঙ্গত, শনিবারে শর্মিষ্ঠাকে গ্রেপ্তারের পর রবিবার-ই সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমে সোচ্চার হতে দেখা যায় কঙ্গনাকে। এরই পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানান, ২২ বছর বয়সি আইন পড়ুয়া শর্মিষ্ঠা পানোলিকে মুক্তি দেওয়া হোক। এরপর আরও এক ধাপ পা বাড়িয়ে কঙ্গনা এও বলেন, ‘আইন-শৃঙ্খলার নাম করে কাউকে হয়রানি করা কখনওই উচিত নয়। কেউ যদি ইতিমধ্যে ক্ষমা চেয়ে এবং পোস্ট ডিলিট করে থাকেন, তাহলে তাঁকে জেলে ঢোকানো, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা, তাঁর কেরিয়ার শেষ করে দেওয়া এবং চরিত্রহননের চেষ্টা-এসব অত্যন্ত অন্যায়। দেশের কোনও মেয়ের সঙ্গেই এমন ব্যবহার করা উচিত নয়।’ পাশাপাশি

রাজ্য সরকারকে অনুরোধের সুরে বলেন, ‘আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, রাজ্যটিকে যেন উত্তর কোরিয়ার মতো করে না তোলা হয়। প্রত্যেকেরই গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। শর্মিষ্ঠা যা বলেছেন, তা সাধারণভাবে বলেছেন। আজকের প্রজন্ম ইংরেজি ও হিন্দি দুই ভাষাতেই এই ধরনের শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করে থাকে। তিনি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী তরুণী, তাঁর ভবিষ্যৎ রয়েছে।তাই তাঁকে দ্রুত মুক্তি দেওয়া উচিত।’ শুধু কঙ্গনা রানাউত নন, বিজেপির একাধিক নেতা শর্মিষ্ঠার পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, ‘একটি ভিডিও করে তিনি মুছেও ফেলেছেন এবং প্রকাশ্যে ক্ষমাও চেয়েছেন। তার পরেও ২২ বছরের একটি

মেয়েকে গ্রেপ্তার করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে রাখা হয়েছে। তাঁর কথায় কোথাও কোনও সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ায়নি। এরপর পুলিশের এই তৎপরতা বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করছে। এটা আর আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন নয়, এটি নির্বাচনমুখী বাংলায় হিংস্র রাজনীতির চেহারা নিচ্ছে।’ এখানে না থেমে এরই পাশাপাশি বিজেপির তরফ থেকে এ প্রশ্নও তোলা হয়েছে যে, ‘শুধু বিজেপি সমর্থকদেরই কি এইভাবে দ্রুত আইনি পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হবে? রাজ্যের তৃণমূল নেতারা যদি হিন্দু ধর্ম নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন, তখন কি পুলিশ এত দ্রুত পদক্ষেপ করে?’ প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যাশট্যাগ অলআইজঅনশর্মিষ্ঠা-য় প্রচার চলছে। বহু সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক নেতা শর্মিষ্ঠার মুক্তির দাবি জানাচ্ছেন।

শর্মিষ্ঠা পানোলি গ্রেপ্তারকাণ্ডে ডিজিপির রিপোর্ট তলব মানবাধিকার কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বললেন মানবাধিকার কমিশনের সদস্য প্রিয়াঙ্ক কানুনগো। আইন পড়ুয়া শর্মিষ্ঠা পানোলির গ্রেপ্তার নিয়ে তৎপর হল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। গোটা ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্যের পুলিশ মহাপরিদর্শককে (ডিজিপি) রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিল কমিশন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য প্রিয়াঙ্ক কানুনগো জানান, মানবাধিকার সুরক্ষা আইন, ১৯৯৩-র ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ডিজিপিকে একটি নোটিস পাঠানো হয়েছে। ওই নোটিসে ডিজিপিকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, গ্রেপ্তার হওয়া ওই আইন পড়ুয়ার নিরাপত্তা যেন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করা হয় এবং গ্রেপ্তারের সময় যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, তা-ও বিস্তারিতভাবে জানিয়ে কমিশনে একটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এ বিষয়ে কমিশনের পর্যবেক্ষণ, শর্মিষ্ঠা পানোলির গ্রেপ্তার ঘিরে যেভাবে বিতর্ক তৈরি হয়েছে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তাতে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এখন দেখার, রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা কী ব্যাখ্যা দেন এবং কী তথ্য-প্রমাণ পাঠান কমিশনের কাছে।

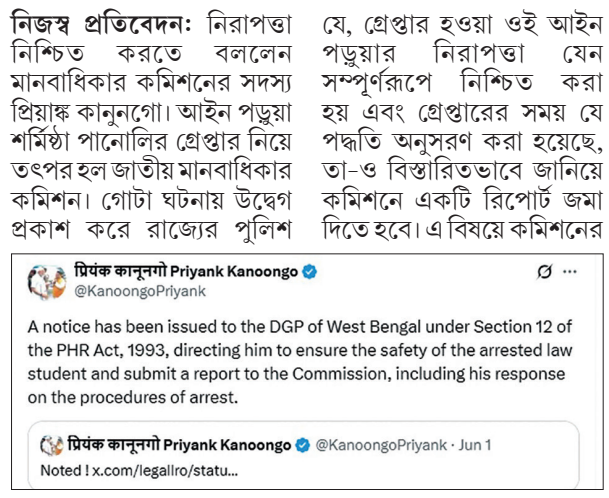

প্রিয়ংক কানুনগো Priyank Kanoongo @KanoongoPriyank

A notice has been issued to the DGP of West Bengal under Section 12 of the PHR Act, 1993, directing him to ensure the safety of the arrested law student and submit a report to the Commission, including his response on the procedures of arrest.

প্রিয়ংক কানুনগো Priyank Kanoongo @KanoongoPriyank · Jun 1
Noted ! x.com/legalIro/statu...

শাড়ির আঁচল জড়িয়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন– কোথায় ‘সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ’-এর সচেতনতা! ফের কলকাতার রাস্তায় পথদুর্ঘটনা। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল এক মহিলার। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটে বেহালার সখের বাজারে। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে ধর্মতলা থেকে ডায়মন্ড হারবারের দিকে যাচ্ছিল একটি বাস। সেই বাসেই ছিলেন ওই মহিলা। সখের বাজার ক্রসিংয়ের কাছে নামার সময় তাঁর শাড়ির আঁচল জড়িয়ে যায়। তারই জেরে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যান তিনি। এদিকে সিগন্যাল খোলা থাকায় বাসটিও এগিয়ে যায়। মহিলার শরীরের উপর দিয়েই চলে যায় বাসটি। এরপর স্থানীয় দোকানদার ও পথচলতি মানুষরাই গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যায় তাঁকে। সেখানে চিকিৎসকেরা ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

২০২৪-২৫ অলিম্পিয়াডে কলকাতার পড়ুয়াদের অভিনব সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই বছরের এসওএফ অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় ৭০টি দেশের প্রায় কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মাঝে কলকাতার তিনজন শিক্ষার্থী দারুণ ফল করেছে। এই অলিম্পিয়াডে কলকাতা থেকেই ১,২৮,৪০০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল। আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড বিভাগে প্রমিলা মেমোরিয়াল অ্যাডভান্সড স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী স্বপ্নিল বাগুই এবং আন্তর্জাতিক ইংরেজি অলিম্পিয়াডেও কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী অন্বেষা মোহান্তি প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অন্যদিকে, জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের (মাধ্যমিক বিভাগ) সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী কাব্যশ্রী সাহা। এসওএফ প্রতিটি বিভাগের প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী শীর্ষ তিনজন বিজয়ীদেরকে সম্মাননা জানাতে দিল্লির ডা. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেকে মহেশ্বরী। তিনি বলেন, ‘আজকের প্রজন্মকে জ্ঞানের পাশাপাশি মূল্যবোধের সঙ্গে ক্ষমতাবান করা আমাদের কর্তব্য।’ এসওএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মহাবীর সিং জানান, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে চার হাজার শহরের ৯৬,৪৯৯ টিরও বেশি স্কুল অংশগ্রহণ করেছিল।

মমতা নিজেও ঠিকাতে কাজ করছেন : অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন : শ্রমিক মালিক কাজিয়ার জেরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিলে। শনিবার আচমকা মিলের গেটে সাময়িক বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল মালিক পক্ষ। যদিও জট কাটিয়ে সোমবার থেকে ফের চালু হয়েছে ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিল। এদিকে শ্রমিকদের ওপর জুলুমের প্রতিবাদে এদিন বিকেলে ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিল গেটে জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় হাজির হয়ে প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং দাবি করলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ঠিকাতে কাজ করছেন।’ তাঁর কথায়, ‘শুধু জুটমিলে নয়, পুরো বাংলা জুড়ে ঠিকাদারি প্রথা চলছে। পুলিশ থেকে শুরু করে শিক্ষক, গুন্ডা,

নেতা সবেতেই ঠিকাদারি চলছে।’ শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘তৃণমূল সরকার থাকলে শিল্পায়ন সম্ভব নয়। তৃণমূল বিদায় নিলে রাজ্যে শিল্প ফিরবে। আর বহাল তবিয়তে বাংলা চলবে।’ ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিল নিয়ে তিনি বলেন, ‘তৃণমূলের দুই ঠিকাদারের লড়াইয়ের জেরে মিলটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেই শুনেছে মিল গেটে বিজেপি সভা করবে। অমনি রাতারাতি মিলটা চালু হয়ে গেছে।’ শ্রমিক নেতার সাফ বক্তব্য, ‘কোনওমতেই শ্রমিকদের ওপর বুলডোজার চালানো যাবে না। শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা গন্ডা দিতে হবে।কারখানা বন্ধ করে আগে বাংলাকে শেষ করেছে বামেরা। এখন বাংলার সর্বনাশ করছে তৃণমূল।’ উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ভাটপাড়া-২ মন্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সঞ্জয় সিং, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কার নাথ সাউ, উমেশ রায়, রাজু শ্রীবাস্তব, সন্তোষ রায় প্রমুখ।

সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জোর, ভাসমান ফাঁড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঠনের মডিউল তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বলে জানা গিয়েছে।নতুন মডিউলের আওতায় নদী ও জলপথবর্তী সীমান্তে ভাসমান ফাঁড়ি গঠন করা হলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়ে সীমান্ত এলাকায় দ্রুত নিরাপত্তা পরিকাঠামো নির্মাণে জোর দেওয়া হবে বলেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। সূত্রের খবর, বিএসএফের অনুরোধে ইতিমধ্যেই রাজ্য মন্ত্রিসভা ২৬৮ কিমি সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য প্রয়োজনীয় ১৪১২ একর জমি হস্তান্তরের অনুমোদন দিয়েছে। বাকি ৯৩ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াও চলছে।সর্বমোট ২৯১ কিমি সীমান্তে কাঁটাতার দিতে রাজ্যের কাছে ১৫০৫ একর জমি চাওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৩২ কিমি সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য ৬৮০ একর জমির অর্থ ইতিমধ্যেই দিয়েছে। রাজ্যের তরফে এখন পর্যন্ত ৩২৪ একর জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৬৫.৬০ কিমি এলাকায় কাঁটাতার প্রকল্প এগিয়েছে। নতুন মডিউলের আওতায় নদী ও জলপথবর্তী সীমান্তে ভাসমান ফাঁড়ি গঠন করা হলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা যাবে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়ে সীমান্ত এলাকায় দ্রুত নিরাপত্তা পরিকাঠামো নির্মাণে জোর দেওয়া হবে বলেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্যামনগরে আটক তিন বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দল থানার অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসুদেবপুর দীঘির পাড় এলাকায় একটি বাড়ি থেকে সোমবার বেলায় তিনজন বাংলাদেশি আটক করলো পুলিশ। এঁরা হলেন আসবুল রহমান, জুয়েল ও আবিদ। সূত্র বলছে, তিনজনই বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য। পুলিশ আটকদের বৈধ নথিপত্র খতিয়ে দেখছে। যদিও পুলিশের দাবি, চিকিৎসার জন্য এঁরা স্বাস্থ্য ভিসা নিয়ে এদেশে এসেছেন। অনিরুদ্ধ বিশ্বাস নামে এক যুবক জানান, বাড়িটি বিকাশ মন্ডলের। উনি

তাঁর পরিচিতদের ওই বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন। তিনি পাশেই থাকেন। মাঝেমধ্যে এসে বাড়িতে গজিয়ে ওঠা জঙ্গল, আগাছা সাফাই করেন। তাঁর দাবি, ‘এখানে ওরা এসেছেন চিকিৎসার জন্য ওরা এখানে চার-পাঁচ মাস ধরে আছেন। ওদের ভিসা পাসপোর্ট নিয়েই এদেশে এসেছে। কেউই পালিয়ে আসেন নি। খুব সকালে বাজার করে ওরা ঘরে ঢুকে পড়তো। রাতে ওরা হাসাহাসি করতো। তাই এলাকার লোকজন স্থানীয় ক্লাবে জানিয়েছিল।’ অপরদিকে রাঁধুনি প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস বলেন, ‘ওই ঘরে চারজন থাকতেন।৬ মে থেকে ওদের জন্য রান্না করছেন। শুনেছি ওনারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন।’ স্থানীয় কাউন্সিলর অরুন ব্রহ্ম বলেন, ‘ওদের কাছে পাসপোর্ট, ভিসা আছে। কিন্তু সেগুলো বৈধ কিনা, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।’

সম্পাদকীয়

নবীনদের বাবা-মাকে সাহায্য করার আর্থিক ক্ষমতা যেন না কমে যায়, সকলকে এব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে

আমরা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আর্থিক শক্তি হতে চাই। কিন্তু তা কিসের জন্য? এবং কাদের স্বার্থে? এ ব্যাপারে কোনও সংশয় নেই যে সাধারণ নাগরিকের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি করতে অন্যতম প্রাথমিক শর্ত হল দেশের আয় বৃদ্ধি করা। তবে সেটাই কিন্তু একমাত্র শর্ত নয়। এরই সঙ্গে প্রয়োজন দেশের সেই আয়ের সুষম বণ্টনের জন্য দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাও। আর দ্বিতীয় শর্তে এসেই যে আমরা মুখ থুবড়ে পড়েছি তা কিন্তু পারিপার্শ্বিক নানান তথ্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। তবুও আমরা সেই তথ্য ঝেঁটিয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চাইছি। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এই বৃদ্ধির ফল তো কেউ না কেউ ভোগ করবে। তাহলে তারা কারা? দেশের সাধারণ মানুষ যে খুব সহজেই তার ফল ভোগ করতে পারবে না তা কিন্তু বলে দিচ্ছে পরিসংখ্যানই। যেমন ধরা যাক দেশের প্রবীণ নাগরিকদের অবস্থা। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে ২০২১ সালে দেশে প্রবীণ নাগরিকের সংখ্যা ছিল ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের একটু বেশি। এই সংখ্যা ২০৩১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষতে। যা ভারতের সেই সময়কার জনসংখ্যার ১৩ শতাংশের একটু বেশি হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রক্ষেপ অবশ্য একটু কম, ১২.৫ শতাংশের মতো। আর তার কয়েক বছর আগেই ভারত আর্থিক প্রক্ষেপ অনুযায়ী বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম আর্থিক শক্তি হয়ে যাবে! কিন্তু জনসংখ্যার ১৩ শতাংশের মতো এই প্রবীণদের কী হবে? বর্তমান প্রবণতা চালু থাকলে এর উত্তর একটাই। অসহায়তা বাড়বে। বার্ধক্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থান দেখতে নানান অনুপাত ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে একটি হল নির্ভরশীলতার অনুপাত। এই অনুপাতকে দেখা যেতে পারে দেশের কর্মরত নাগরিকের প্রবীণদের নির্ভরতা দেওয়ার ক্ষমতার সূচক হিসাবে। এই অনুপাত যত কম থাকে তত ভাল। আর এটা বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে প্রবীণদের আর্থিক অসহায়তা বৃদ্ধি পাওয়া। অন্যভাবে বললে, নবীনদের বাবা-মাকে সাহায্য করার আর্থিক ক্ষমতা কমতে থাকা। যে ভাবেই দেখা যাক এই অনুপাত বৃদ্ধি কিন্তু দেশের আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধিরই আর এক ইঙ্গিত।

শব্দবাণ-২৯২

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ওড়না, আচ্ছাদন ৩. রুদ্ধ তাপ বা বাষ্পের মতো ৫. নানা ৬. চিহ্ন, আভাস ৭. জয়ন্তী উৎসব ৯. জীবন ১১. মনের ক্রিয়া, চিন্তন ১২. পায়চারি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বাড়ি, বসতি ২. অন্ধকার ৩. ঝামেলা ৪. অপসারণ, চালন ৭. জবরদস্তি ৮. অঙ্কন ৯. হিসাবের পরীক্ষা ১০. অবোধ।

সমাধান: শব্দবাণ-২৯১

পাশাপাশি: ২. উৎকেন্দ্রতা ৩. পাওনাদার ৬ .চলনক্ষম ৭. আত্মনির্ভর।

উপর-নীচ: ১. হাতের পাঁচ ২. উৎপাদন ৪. নাট্যমন্দির ৫. রক্তশোষণ।

জন্মদিন

আজকের দিন

জর্জ ফার্নান্ডেজ

১৯২৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এম করুণানিধির জন্মদিন।*
১৯৩০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জর্জ ফার্নান্ডেজের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সারিকার জন্মদিন।*

এসএসসি-র চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের আবার পরীক্ষা আসলে অগ্নিপরীক্ষা

স্বপনকুমার মণ্ডল

অবশেষে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়কে শিরোধার্য করে দীর্ঘ নয় বছর পরে ৩০ মে রাত থাকতেই পুনরায় এসএসসি'র বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে । ২০১৬-র এসএসসি পরীক্ষায় ভয়ঙ্কর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির করুণ পরিণতি কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সামনে আর কোনও পথ খোলা ছিল না। ২৫৭৫৩ জন তথা প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর মধ্যে দুর্নীতি করে পাওয়া কলঙ্কিত অযোগ্যদের বাদ দিয়ে যোগ্যদের চাকরিতে বহাল রাখার পরিবর্তে অযোগ্য ও অযোগ্যদের মিলিয়ে হাই কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে সরকারের সবার চাকরি বাঁচানোর প্রয়াসের মধ্যেই তার সংগঠিত দুর্নীতির পরিচয় ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছে। মিথ্যা দিয়ে শুরু করলে যেমন আরও অজস্র মিথ্যে কথা বলা যেতে হয়,তেমনই দুর্নীতিকে আড়াল করতেও দুর্নীতিকেই ঢাল করা ছাড়া উপায় থাকে না। সেখানে যোগ্যদের চাকরিতে বহাল রাখার চেয়ে অযোগ্যদের চাকরি পরীক্ষা দিতে না পারার সুপ্রিম কোর্টের রায়কে গুরুত্ব না দিয়ে লঘু করে সরকারের অন্য বিভাগে চাকরি হওয়ার কথা স্বয়ং সরকারের প্রমুখের মুখে শোনা যায় । এই সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দাগী অযোগ্যদের প্রতি সরকারের অপার সহানুভূতির মধ্যেই দুর্নীতির স্পষ্ট বিভীষিকা চোখের সামনে স্বমূর্তি ধারণ করে। অশিক্ষক কর্মীদের কাজে বহাল করতে না পেরে ভাতা দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া থেকে অযোগ্যদের জন্যও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া,অন্য বিভাগে চাকরির সুযোগ করে দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে বলা, সর্বত্রই দুর্নীতিকে আড়াল করার প্রয়াস জারি। যাতে দুর্নীতি করে পাওয়া চাকরি হারিয়ে কোনওভাবেই অযোগ্যদের মুখে দুর্নীতির কথা ফাঁস না হয় যায়। অন্যদিকে ২০১৬-র বাইশ লাখ পরীক্ষার্থীকে নিয়ে সরকারের কোনওরকম মাথাব্যথা নেই। শুধু তাই নয়,দুর্নীতি অভিযোগকে কেন্দ্র করে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর মেরিট লিস্টে নিজেদের নাম দেখা থেকে নিয়োগের জন্য রোদবৃষ্টি উপেক্ষা করে চাকরিপ্রার্থীদের মিটিং মিছিল ও ধর্ণা দিয়ে চলা আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করেছে সরকার। সেদিক থেকে অযোগ্যদের প্রতি সরকারের তীব্র সহানুভূতিই তার দুর্নীতির পরিচয়কে প্রকট করে তোলে। আবার যোগ্যদের প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়কে হাতিয়ার করে যেভাবে পুনরায় পরীক্ষায় বসার কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যেও সরকারের দুরভিসন্ধি গোপন থাকে না। এই চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকেরাই এখন সরকারের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে। ভয়ঙ্কর দুর্নীতির প্রকট প্রমাণে যোগ্যদের চাকরিতে বহাল রাখার আন্দোলনই দুর্নীতির প্রত্যাশা প্রমাণ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে সরকার নিজের ভাবমূর্তি রক্ষা করার স্বার্থে যোগ্যদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে যেভাবে পুনরায় পরীক্ষার আয়োজন করেছে, তার মধ্যেই তার পথের কাঁটা সরিয়ে দেওয়াই শুধু নয়,দুর্নীতির হাত ধুয়ে ফেলার আয়োজন প্রকট হয়ে ওঠে। অথচ এসএসসি-র চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের আবার পরীক্ষা আসলে তা অগ্নিপরীক্ষা।

প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সংগঠিত দুর্নীতিতে যেভাবে সরকারের সঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও স্কুল সার্ভিস কমিশন মিলে আস্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছে,তা থেকে বাঁচার পন্থা হিসেবে এসএসসি পরীক্ষার আয়োজন করে শুধু সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কার্যকরী করাই শুধু নয়, সেইসঙ্গে সাপ মেরে লাঠি না ভাঙার কৌশলও বর্তমান। অথচ আপাতভাবে যা দেখা যায়, তা সবসময় বোঝা যায় না। বক্সিং খেলায় দর্শকের কাছে যা বিনোদনমূল্যে খেলা,তাই খেলোয়াড়ের কাছে জীবনযুদ্ধ। এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করে যেভাবে শিক্ষকতার মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করে আর্থিক ও সামাজিক এবং আত্মপ্রতিষ্ঠায় যোগ্যদের জীবন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল,বেশ কয়েক বছর চাকরি করার পর কোনওরকম দোষত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির শিকারে আবার পরীক্ষায় বসার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই মনের সায় না পাওয়াই দস্তুর। কেননা রাজ্য সরকারের দুর্নীতি থেকে বাঁচার উপায়ে যোগ্যদের যেভাবে পরীক্ষার মুখোমুখি করা হচ্ছে,তাতে একের ভুলের শাস্তি অন্যের উপর দায় চাপানোই হচ্ছে না,সেইসঙ্গে দায় ঝেড়ে ফেলার তৎপরতাও বর্তমান। আর তা নিরাপরাধ হয়ে অপরাধের দায় নিয়ে পরীক্ষায় বসার মধ্যেই দুর্নীতিকেই মেনে নেওয়ার সামিল। যেখানে ২০১৬-র এসএসসি পরীক্ষার ওএমআর সিট হাজির করলেই যোগ্যদের পরীক্ষার পরিচয় প্রকট হয়ে উঠত, সেখানে আবার পরীক্ষায় বসে যোগ্যতা প্রমাণ করার কথা বলা মানে আখেরে যোগ্যদের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করা। সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া, না-হওয়ার চেয়েও যোগ্যদের বলির পাঁঠা করে তোলার অসাধু প্রয়াস কোনওভাবেই মেনে ও মনে নেওয়া যায় না। আগের পরীক্ষাকে বানচাল বা অস্বীকার করে আসলে যোগ্যদের অস্তিত্বকে গুরুত্বহীন করে বিপন্ন করার প্রয়াসও অযোগ্যদের নিয়ে সরকারের তীব্র সহানুভূতিতেই প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে সরকারের অস্তিত্ব সুরক্ষিত করতে গিয়ে যেভাবে যোগ্যদের জীবনকে আকস্মিক ভাবে অনিশ্চিয়তায় অরক্ষিত করে আবার পরীক্ষার আয়োজনকে জীবনযুদ্ধে সামিল করা হয়েছে, তার মধ্যে যোগ্যদের প্রতি অবিচার করার সচেতন প্রয়াস সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দোহাই দিয়ে ঢাল করা চলে না। সুপ্রিম কোর্ট একাধিক বার যোগ্য-অযোগ্যের পৃথকীকরণ থেকে ও মেরিট লিস্ট ও এমআর সিট প্রকাশের কথা ব্যক্ত করেছে। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার তার অধীনে থাকা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও স্কুল সার্ভিস কমিশনকে সঙ্গে করে সেসব কথার সদুত্তর দেয়নি। অথচ পুরো প্যানেল বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করার রায়টি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকার তার ভয়ঙ্কর দুর্নীতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে স্বাভাবিক ভাবেই চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরাও নিজেদের চাকরির অধিকার রক্ষায় মরিয়া হয়ে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা আরও মর্মান্তিক করে তুলেছেন। নতুন করে এসএসসি-র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিনেই তাঁদের পূর্ব ঘোষিত অর্ধনগ্ন মিছিল সংঘটিত হয়। রাজ্য সরকারও তা বানচালে অতি সক্রিয়তা প্রদর্শন করে।

যেভাবে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের ধর্ণা,মিছিল ও আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য সরকারের দমনপীড়নে অতি সক্রিয় হয়ে উঠছে,তাতেই তার সংগঠিত ভয়ঙ্কর দুর্নীতিকে অস্বীকার করার প্রবণতা আরও উগ্র মূর্তি লাভ করছে। যোগ্যদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকারকে রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে বশীভূত করার স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে নগ্ন হয়ে উঠছে,তাতে অর্ধনগ্ন প্রতিবাদ যে লজ্জা দেবে না,তা সহজেই অনুমেয়। যেখানে একের বেঁচে থাকায় অন্যের মৃত্যু সুনিশ্চিত করে,সেখানে অন্যের বাঁচার জন্যই একের মৃত্যু জরুরি হয়ে ওঠে। রাজ্য সরকারের ভয়ঙ্কর দুর্নীতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই যোগ্যদের জীবনের বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেখানে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে হাতিয়ার বানিয়ে যেভাবে যোগ্যদের চাকরিকে ছেদ করে পুনরায় পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে, তা আসলে সীতার অগ্নিপরীক্ষা। পরীক্ষার লক্ষ্যে থাকে সবার সেরা যোগ্যদের যাচাই করা। যখন তা কাউকে পাইয়ে দেওয়ার দুর্নীতিতে সামিল হয়,তখন তা যাচাইয়ের ফাঁকে যা চাই হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যাচাই পরীক্ষাও স্থান-কাল-পাত্রভেদে আপেক্ষিক। সবসময় তার ফলের গুণগত একরকম হবে,তা নিশ্চিত নয়। বরং ভালো থেকে তার মন্দের প্রবণতাই বেশি। সেক্ষেত্রে শিক্ষার প্রবহমান পদ্ধতিতে শিক্ষকের দক্ষতা ক্রমশ উৎকর্ষমুখর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করলেও শিক্ষকতার চাকরির পরীক্ষায় তা গুরুত্ব লাভ করে না। আসলে চাকরির পরীক্ষা সাধারণ পরীক্ষার চেয়েও কঠিন,আরও প্রতিযোগিতামুখর। সেখানে পাশফেলের গুরুত্ব নেই, মেরিট লিস্টে যোগ্য স্থানের ভিত্তিতেই তার নিশ্চয়তা নির্ভর করে। ২০১৬-তে পড়াশোনার নির্যাস ও মেধার উৎকর্ষ এবং শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষায় নিজেদের যোগ্যতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে যে শিক্ষকতার চাকরি অর্জিত হয়েছিল,তা আবার নয় বছর পরে স্বাভাবিক ভাবেই অপ্রত্যাশিত। আসলে শিক্ষার্থীর শিক্ষক হয়ে ওঠার পরীক্ষা দেওয়া যেমন গৌরবের, তেমনই শিক্ষকের পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করা তার অনেক বেশি মানহানিকর হীনমন্যতার। যেখানে জনমানসে শিক্ষকদের পবিত্র পেশার টানে অন্য পেশা ছেড়ে অনেকেই এতে সামিল হয়েছিলেন শুধু মাইনে বৃদ্ধির জন্য নয়,স্বপ্নপূরণের তাগিদেও, সেখানে সেই অর্জিত চাকরিকে অস্বীকার করে নতুন করে পরীক্ষা আয়োজনে দুকূলই হারিয়ে গিয়েছে অনেকের। অন্যদিকে দুর্নীতির দায় নিয়ে আবার যোগ্যদের প্রমাণ দেওয়ার আয়োজন আসলে পরীক্ষার যূপকাষ্ঠে ফেলার সামিল। সেখানে যারা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির ব্যবস্থা এখনও বিশ বাঁও জলে। অথচ যাঁরা রীতিমতো যোগ্যতার নিরিখে চাকরি ফিরে পেতে চাইছেন,তাঁদেরই দুর্নীতির শিকার করে পরীক্ষার নামে অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। সামনে ২০২৬ -এ বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরির ভয়ঙ্কর দুর্নীতিই আসন্ন নির্বাচনের ইস্যুতে সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণের টাটকা নজিরের রসদ বিরোধী দলগুলোর মস্ত বড় শক্তিশালি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সেখানে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের কৌশলে রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শকে প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্ন করে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনকে রাষ্ট্রীয় শক্তিতে নৃশংসভাবে দমনপীড়ন করেও নির্মূল করতে পারেনি। তাঁদের বাগে আনতে না পারাই এখন সরকারের শিরঃপীড়া। তাঁরাই সরকারের দুর্নীতির জীবন্ত বিগ্রহ। আসলে মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া এক নয়। দেওয়ালে যখন পিঠ ঠেকে যায়,তখন মনের ভয় শুধু অকেজো হয়ে ওঠে না, ভয়কে জয় করাতেই তার জীবনপণ হয়ে ওঠে। অগ্নিপরীক্ষায় আত্মাহুতি দেওয়ার চেয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সত্যনিষ্ঠ থাকাই জীবনের ধর্ম। চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলন শুধু তাঁদের জন্যই নয়,বাংলা শিক্ষার উৎকর্ষ বজায় রাখার স্বার্থেও জরুরি। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা শিক্ষারই পরিচয়, মেরুদণ্ডেরই অস্তিত্ব। 'হীরক রাজার দেশে'র উদয়ন পণ্ডিতের জাত যোগ্য শিক্ষকদের আপসহীন প্রতিবাদী আন্দোলন সে কথাই প্রত্যয়সিদ্ধ করে চলেছে ।

বাংলাদেশ প্রধান নোবেলজয়ী অধ্যাপক মহঃ ইউনূসের পদত্যাগের ভাবনা ও কিছু কথা

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

৫ই আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশের নির্বাচিত শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের চাপে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে এবং সাথে সাথে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর ৮ ই আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশে একটি অর্ন্তবর্তী সরকার গড়ে ওঠে, সর্বসম্মতি ক্রমে যার নেতৃত্বে আসেন নোবেলজয়ী অধ্যাপক মহম্মদ ইউনূস। গত বৃহস্পতিবার ২২ শে মে ২০২৫ বাংলাদেশের বর্তমান অর্ন্তবর্তী সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর, অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস, বর্তমান অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বৃহস্পতিবার রাতেই সংবাদমাধ্যমকে এ সম্বন্ধে অবগত করেন বাংলাদেশের জাতীয় নাগরিক পার্টির (এন সি পি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। সূত্র মারফত খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি তে মহম্মদ ইউনূস হতাশ। তিনি চান, তাকে ব্যতিরেকে নতুন একটি অর্ন্তবর্তী সরকার গঠিত হোক। তার উপলব্ধি বাংলাদেশ এখনো পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থান বা গণআন্দোলনের জলন্ত পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। অনেকগুলি রাজনৈতিক দলকে নিয়ে বাংলাদেশের যে নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল, তাহা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতপার্থক্য এবং ক্ষোভ- বিক্ষোভের আন্দোলনের মধ্যে থমকে আছে। নূতন বাংলাদেশ গঠনের জন্য, বাংলাদেশের অর্ন্তবর্তী নির্বাচনের পূর্বে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ করার প্রয়োজন ছিল, তাহা বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতপার্থক্য এবং অরাজকতার আন্দোলনে স্তব্ধ হয়ে আছে। বাংলাদেশের বর্তমান এই পরিস্থিতির থেকে তিনি দায়মুক্ত হতে চান। বর্তমান অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে চান। বর্তমান সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে, তিনি ঠিক কি কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাহা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ২২ শে মে ২০২৫ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকায় অর্ন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের নিয়মিত বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকের শেষেই তার এই ইচ্ছা প্রকাশ বলে সূত্র মারফত খবর পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য সে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলি, ইউনূসের নেতৃত্বে থাকা অর্ন্তবর্তী সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে চলেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে, তাদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া, চাওয়া-পাওয়া নিয়ে প্রতিদিনই সমগ্র দেশজুড়ে পথ অবরুদ্ধ করে অরাজকতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সুষ্ঠ পথ ধরে সংস্কার এবং উন্নয়নের মাধ্যমে, বাংলাদেশের সামগ্রিক শান্তি ফেরানো এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা, অর্ন্তবর্তী সরকারের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অশান্ত, অগ্নিগর্ভ এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন অবাধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস ও যথেষ্ট সন্দিগ্ধ। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন, ঐক্য এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার থেকে, সে দেশের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার বাসনার বিষয়টি বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারকে পরিচালনা করতে গিয়ে কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সমগ্র দেশবাসীকে অবগত করানোর জন্য, তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের একটি খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা সম্ভব হয়নি, পদত্যাগের এই সিদ্ধান্ত এবং জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ পরবর্তী আলোচনার জন্য স্থগিত রয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু কেন? কেন এই পরিস্থিতি? বিশেষ করে মাত্র আট নয় মাস আগে অগ্নিগর্ভ, অশান্ত বাংলাদেশের তাবড় রাজনৈতিক দলগুলি এবং দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাত্মক সমর্থন এবং ভরসা নিয়ে অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে তিনি এসেছিলেন দেশকে পরিচালনা করতে। ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশকে সংস্কার এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সার্বিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সামগ্রিক শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্থায়ী সরকার তৈরি করবার। কিন্তু মাত্র ৮- ৯ মাস পরে কেন ই বা এই উপলব্ধির পরিবর্তন? কেনই বা অর্ন্তবর্তী সরকারের মাথা হিসেবে কাজ করার জায়গা থেকে সরে যাবার সিদ্ধান্ত? বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণে উঠে আসে, সক্রিয় রাজনৈতিক দল বা শক্তি হিসেবে বিএনপি , জামায়েত এবং এনসিপি এবং অন্যান্য দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ। ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান থেকে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে এবং শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগ করেন। তখন থেকেই বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে, এনসিপি নামক একটি সক্রিয় রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিকভাবেই নতুন অর্ন্তবর্তী সরকারের মাথা হিসেবে মহম্মদ ইউনূস প্রথম থেকেই ছাত্র আন্দোলনের প্রতি একটু দুর্বল ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তার বক্তব্যে একথা প্রকাশ পায়। ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন নেতৃত্ব উপদেষ্টা হিসেবে ইউনূস নেতৃত্বাধীন অর্ন্তবর্তী সরকারের পদে যোগ দেয়। স্থানীয় সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া, তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান কে বিতর্কিত আখ্যা দিয়ে, অবিলম্বে তাদের পদত্যাগের দাবি তুলে এদের বিরুদ্ধে বিএনপি পথ অবরুদ্ধ করে আন্দোলনে নামে। এ ঘটনায় বিএনপি পক্ষান্তরে অর্ন্তবর্তী সরকারের মাথা মহম্মদ ইউনুসকে এনসিপি নেতৃত্বের প্রতি পক্ষপাতীত্বের অভিযোগে দুষ্ট করে। বিশৃঙ্খলা, পথ অবরুদ্ধ করে বিশৃংখল আন্দোলনের বিরুদ্ধে মহম্মদ ইউনুস মত ব্যক্ত করলে, বিএনপি'র যুক্তি সাম্প্রতিক অতীতে এনসিপির নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন গুলির প্রত্যেকটি এভাবেই সংঘটিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে মহম্মদ ইউনূসের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল ছাত্রদের সেই আন্দোলনের প্রতি। এবং এভাবেই বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ে সফল হয়েছিল এনসিপি। সম্প্রতি আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি নিয়ে এনসিপি দলটি প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে জমায়েত ও আন্দোলন করেছিল। বিএনপি'র দাবি তাদের নেতা ইশরাক হোসেন কে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে অবিলম্বে শপথ বাক্য পাঠ করাতে হবে। আদালতের নির্দেশের পরেও বিষয়টি নিয়ে ইউনূসের নেতৃত্বে অর্ন্তবর্তী সরকার টালবাহানা করছে। অপরদিকে আরও তিনজন উপদেষ্টা কে বিএনপি ঘনিষ্ঠ আখ্যা দিয়ে তাদের অপসারণের দাবি তুলেছে এনসিপি। পারস্পরিক সংঘাত যখন চরমে, মহম্মদ ইউনূসের পদত্যাগের ইচ্ছার খবর প্রকাশিত হলে, জামায়াত ইসলামীর তরফে বলা হয়, বিতর্কিত উপদেষ্টাদের অপসারণের কঠিন সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে মহম্মদ ইউনূস আবেগ নির্ভর সিদ্ধান্তের ঘোষণা করছেন। দেশের এই পরিস্থিতিতে অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূসকে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার জন্য আহ্বান করেছেন জামায়াত ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। অপরদিকে সম্প্রতি বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার উজ জামান এর সঙ্গে বৈঠকে অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসের বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির উপর আলোচনা ফলপ্রসু হয়নি বলে শোনা যায়। জাতিসংঘের পরামর্শে বাংলাদেশের অর্ন্তবর্তী সরকার, বাংলাদেশ- মিয়ানমার অঞ্চলের রাখাইন রাজ্যের জন্য যে মানবিক করিডোর তৈরীর প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন, সে বিষয়ে একমত নন সেনাপ্রধান ওয়াকার উজ জামান। তার বক্তব্য এক্ষেত্রে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কে প্রাধান্য দিয়ে, দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পরে, যে স্থায়ী সরকার নির্বাচিত হবে তার ওপর এই মানবিক করিডর তৈরীর প্রস্তাব ছেড়ে দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে সেনাপ্রধানের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন রাজনৈতিক দল বিএনপি। এছাড়াও সেনাপ্রধানের বক্তব্যে বাংলাদেশে দলবদ্ধভাবে আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। সেনাপ্রধান ওয়াকার উজ জামানের বক্তব্যে উঠে এসেছে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন সম্পূর্ণ করে নেওয়ার কথা। বিএনপি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহমত হলেও, এই মতের ঘোর বিরোধী এন সি পি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এতদিনের বন্ধু দেশ ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ভারতীয় ভূখণ্ডকে ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের স্থলবন্দর ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা সে দেশের বাণিজ্যে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। বাণিজ্য এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতা যে চরম আর্থিক সংকট তৈরি করবে তা বুঝতে গ্রামীণ ব্যাংকের ধারণার প্রবর্তক অধ্যাপক মহম্মদ ইউনূসের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে ঘরে বাইরে প্রবল চাপে থাকা, বিশৃংখলা, অরাজকতার আন্দোলন, রাজনৈতিক দলগুলোর চরম মতপার্থক্য, পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব ইত্যাদিতে জর্জরিত বাংলাদেশের সার্বিক ঐক্য, সমৃদ্ধি, সংস্কার এবং স্থিতি যে দূর অস্ত তা বুঝতে পেরেই দেশপ্রধানের সিংহাসন অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে, নোবেলজয়ী দূরদর্শী অধ্যাপক মহম্মদ ইউনূসের কাছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মনোনয়ন জমার দিন জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালিগঞ্জ: সোমবার কালিগঞ্জ বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে মনোনয়ন দাখিল করলেন বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষ। নিজের জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী তিনি। মনোনয়ন পেশ করতে যাওয়ার আগে তিনি স্পষ্ট জানান, 'আমরা জিতবই। এই আসনে এবারে আমরা জয়লাভ করবই। এই আসনের সকল সনাতনীদের ভোট একত্রিত হয়েছে, সেই ভোট আমরা পাব। সেই ভোটেই আমরা এই আসনে জিতব। এই আসনে অতীতে সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় জয়লাভ করেছিলেন। তিনি এলাকার উন্নয়নের যে কাজ করার গেছেন, মানুষ ভোলেনি। আমরা জিতবই।'

উল্লেখ্য, গতমাসে নদিয়ার কালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করে বিজেপি। বিজেপির প্রার্থী হন আশিস ঘোষ, যিনি দীর্ঘদিন দলের সঙ্গে যুক্ত। আশিস ঘোষ চারবার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আগে কিষানমঞ্চের ব্লক সভাপতি ও কালিগঞ্জে বিজেপির আহ্বায়ক ছিলেন। বর্তমানে তিনি জেলা বিজেপির কার্যনির্বাহী সদস্য। তাঁর অভিজ্ঞতাকেই গুরুত্ব দিয়ে পদ্ম শিবির তাঁকে প্রার্থী করেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রয়াত বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদের কন্যা আলিফা আহমেদ মনোনীত হয়েছেন। বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী হচ্ছেন কাবিলউদ্দিন শেখ তাঁকে সমর্থন দিচ্ছে আরএসপি। আরএসপি লিখিত শর্তে আসনটি কংগ্রেসকে ছেড়েছে। কালিগঞ্জের তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদ গত ২ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। প্রয়াত নাসিরউদ্দিন ২০১১ ও ২০২১ সালে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে কালিগঞ্জ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আসনটি ফাঁকা হওয়ায় উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়। আগামী ১৯ জুন উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন দেশের আরও কয়েকটি বিধানসভা আসনের সঙ্গেই বাংলার কালিগঞ্জে ভোট গ্রহণ হবে।

সম্প্রতি কালিগঞ্জে ছয় হাজার হিন্দু ভোটারদের নাম কেটে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কালিগঞ্জ ছাড়া বাকি ২৯৩টি কেন্দ্রে যেখানে সাধারণ সংশোধন হয়েছে, সেখানে কালিগঞ্জে হয়েছে বিশেষ সংশোধন। এই প্রক্রিয়ার নেপথ্যে রয়েছে আইপ্যাক ও কিছু ডব্লিউবিসিএস অফিসার। অভিযোগ, ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশ থেকে আসা মতুয়া-নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নামে এবং বাংলা না জানা হিন্দুদের পরিচয়ে অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। এ কাজে তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত বলে শুভেন্দু দাবি করেছিলেন।

রেশন দোকানে হানা দিয়ে ডিলারকে সাসপেন্ড করল খাদ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: বুদবুদ বাজারে অবস্থিত সজল দে নামক এক রেশন ডিলারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সোমবার দুপুরে ওই রেশন দোকানে আচমকাই হানা দেয় খাদ্য দপ্তরের একটি দল। সেখানে গিয়ে তার সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখেন তারা। তারা দেখেন রেশন দোকান চালাতে গেলে যে সমস্ত নিয়ম মেনে চলার কথা, ওই রেশন ডিলার সেই সমস্ত নিয়ম মানেননি। জানা গিয়েছে, যে সমস্ত বিষয়গুলি ওই রেশন ডিলার মানেননি সেগুলি হল দৈনিক স্টক রেজিস্টার, বিক্রয় রেজিস্টার,পরিদর্শন বই, অভিযোগ বই নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতেন না। এছাড়াও রেশন সামগ্রীর দাম নোটিস বোর্ডে লিপিবদ্ধ করতেন না। পাশাপাশি প্রতিদিনের স্টক লেখা হত না ডিসপ্লে বোর্ডে। মাসিক রিপোর্টে গরমিল করতেন। এছাড়াও অভিযানের সময় বর্তমানে বণ্টন না হওয়া সামগ্রীর যেমন চাল, আটা ও চিনির স্টকের সঙ্গে কাগজের গরমিল ধরা পড়ে। এর আগেও তাকে এই বিষয়ে শোকজ করা হয়েছিল, তার পরেও একই ভাবে একই ভুল করে চলছিলেন। এদিন অভিযানে নেমে সেই একই বিষয়ের ভুল ধরা পড়ে। এরপরই তাকে সাসপেন্ড করা হয়।

SKIPPER Limited

CIN: L40104WB1981PLC033408

৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন : ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৩১/৩২, **ফ্যাক্স :** ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৩৩

ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com, **ওয়েবসাইট :** www.skipperlimited.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির অদাবিকৃত মুনাফা এবং ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তর

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১২৪(৫) এবং ধারা ১২৪ (৬) এবং তৎসহ পঠিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস ২০১৬ , সংশোধিত মতে (রুলস) অনুযায়ী কোম্পানি পরপর সাত বছর অদাবিকৃত/ অপ্রদেয় থাকায় তা ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফাণ্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তর আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ যার ভিত্তিতে মুনাফা পরপর সাতবছর অদাবিকৃত রয়েছেতাও আইইপিএফতে স্থানান্তর করা হবে।

উক্ত রুলস-এর বন্দোবস্তমতো, যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে ডিভিডেন্ড অদাবীকৃত রয়েছে ধারাবাহিকভাবে সাত বছরের জন্য এবং যাঁদের ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত হয়ে যাবে তাদেরকে ব্যক্তিগত স্তরে পৃথক নিজ নিজ রেজিস্ট্রিকৃত ঠিকানায় কোম্পানি বার্তা পাঠিয়েছে। সংশ্লিষ্ট শেয়ার হোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com -এ পাওয়া যাবে।

শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে আগামী **২৫ আগস্ট ২০২৫** তারিখের আগে ঐ বার্তাতে উল্লিখিত মতো প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ তাঁরা যেন কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) কাছে পাঠিয়ে দেন অদাবীকৃত ডিভিডেন্ড-এর অর্থাঙ্ক দাবী জানিয়ে। শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে বৈধ দাবী না পেলে কোম্পানি উক্ত শেয়ারসমূহ আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করে দেবে এবং অতিরিক্ত আর কোনরকম নোটিস জারি ব্যতীরেকে, রুলস-এর নিয়মাবলীকে মান্যতা প্রদান করে। সেইমত হস্তান্তরকৃত শেয়ারসমূহের ক্ষেত্রে কোম্পানি বা কোম্পানির আরটিএ-এর আর কোনরূপ দায়বদ্ধতা থাকবে না এবং কোন দাবী গ্রাহ্য হবে না ঐ সকল শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট যা আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত হয়েছে। এছাড়া, আরও লক্ষ্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের **২০১৭-১৮** আর্থিক বছরের ডিভিডেন্ড অর্থাঙ্ক অপ্রদত্ত/অদাবীকৃত রয়ে গেছে, তা আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত করা হবে, যদি না তা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দাবী জানানো হয়।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাগণের কাছ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও বৈধ দাবি গৃহীত না হলে বিধিনিয়মের আবশ্যকতা অনুসারে কোম্পানি শেয়ারসমূহ (ফিজিক্যাল এবং ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে উভয়ই) আইইপিএফ রুলস অধীনে নির্ধারিত প্রক্রিয়াধীনে কর্পোরেট কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে আইইপিএফ ডিমাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে উক্ত আইইপিএফ রুলস অধীনে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত অদাবিকৃত মুনাফা পরিমাণ এবং শেয়ারসমূহ সম্পর্কিত কোনও দাবি কোম্পানির নিকট বকেয়া নেই বলে গণ্য হবে। সংশ্লিষ্ট রুলস অধীনে সংশ্লিষ্ট শেয়ারসমূহের কারণে পুঞ্জিভূত সুবিধাসমূহ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তরিত হবে।

এ সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাস্য/বা আরও বিশদ জানতে, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ অনুগ্রহ করে **investor.relations@ skipperlimited.com** এই ঠিকানায় কোম্পানির কাছে লিখতে পারেন অথবা কোম্পানির আরটিএ মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে ২৩ আর.এন.মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, টেলিফোন- ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮, ই-মেল **mdpldc@yahoo.com** ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়ান্স অফিসার)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০২.০৬.২০২৫

সরকারি টাকা অপচয়ের অভিযোগ রানিগঞ্জ বিধানসভার খান্দরা পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: জনসাধারণের সুবিধার্থে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে অন্ডালের খান্দরা স্কুল মোড় ও শিবতলার নিকট তৈরি হয়েছিল শৌচালয়। কিন্তু আজও উদ্বোধন হয়নি। খান্দরা স্কুল মোড়ের কাছে ১,৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে ২০২১ সালে তৈরি হয় সুসজ্জিত একটি শৌচালয়। অন্য আরও একটি শৌচালয় খান্দরা শিবতলা মোড়ের কাছে ৩ লাখ টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়, যেটার আজও পর্যন্ত উদ্বোধন হয়নি বলে স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ। খান্দরা পঞ্চায়েতে জনসাধারণের জন্য শৌচালয় তৈরি করল কিন্তু তা ব্যবহার হল না কেন? এটা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। সরকারের এতগুলো টাকা ব্যয় করে অপচয় করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন।

গ্রামের বাসিন্দা প্রলয় মুখার্জি জানান, এলাকায় মোট তিনটি শৌচালয় তৈরি করেছিল খান্দরা পঞ্চায়েত জনসাধারণের সুবিধার্থে কিন্তু শৌচালয় তৈরি হওয়ার পরও জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়নি আজও। ফলে শৌচকর্মের জন্য ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বাসস্ট্যান্ডে আসা বহু যাত্রী সমস্যায় পড়েন। তিনি বলেন, খান্দরা স্কুল মোড়ের সামনে যে শৌচালয়টি ২০২১ সালে তৈরি হয়েছিল বর্তমানে ব্যবহারের অভাবে সেটিতে স্থানীয় দোকানদাররা আবর্জনা ফেলেন। শৌচালয়ের সামনেই বসে মাছ বিক্রি করেন, তাদের পসরা নিয়ে বসেন। এই বিষয়ে খান্দরা পঞ্চায়েত প্রধান অর্পণা বাদ্যকর জানান, স্কুল মোড়ের সামনে যে শৌচালয়টি তৈরি হয়েছিল তা কেন ব্যবহার হচ্ছে না তার খোঁজখবর নেবেন। তিনি বলেন, তার আমলে যে শৌচালয়গুলি খান্দরা এলাকায় তৈরি হয়েছে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার ঘাটতি রয়েছে। তিনি বলেন, পঞ্চায়েতে একটা আলোচনা করে যদি শৌচালয়গুলি সুলভ শৌচালয় অর্থাৎ পয়সার বিনিময়ে শৌচকর্ম করার জন্য সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে খুলে দেওয়া যায়, তাহলে দুই একজন বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হবে এবং পঞ্চায়েতেরও কিছু আয় হবে। তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই এই শৌচালয়গুলি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে খুলে দেওয়া হবে।

STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Application along with testimonials in sealed envelope are invited from eligible Retired Govt. Officer in the rank of Deputy Director or above from Fisheries Department/Directorate, Government of West Bengal/Govt. of India, for a **Walk-in-Interview on 19.06.2025** to the post of "Consultant" on a temporary basis under SFDCL. Application submission date starts on **03.06.2025 & ended on 13.06.2025.** For details please visit **website: wbsfdcltd.com**

লোকপ্রিয় ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রাইভেট লিমিটেড

CIN: U51109WB1996PTC078053

রেজিস্টার্ড অফিস: রুম নম্বর ২০৯, দ্বিতীয় ফ্লোর, মার্টিন বার্ন হাউস, ১, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১

ই মেইল: lokpriyadistributor@gmail.com

যৌথ জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

[মাস্টার ডিইরেকশন- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি-স্কেল বেসড রেগুলেশন) নির্দেশিকা, ২০২৩ (অতঃপর "নির্দেশিকা" হিসাবে বলা হয়েছে) -এর অনুচ্ছেদ ৪২.৩ অনুযায়ী, রেফারেন্স নং DOR.FIN.REC.No.45/03.10.119/2023-24, তারিখ ১৯ অক্টোবর, ২০২৩ (যথাযথ হালনাগাদসহ) অনুসারে প্রকাশিত]

এই বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে লোকপ্রিয় ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রাইভেট লিমিটেড (এখানে "কোম্পানি") এবং শ্রী দিশান্ত সোমানি ("প্রস্তাবিত ডিরেক্টর") এবং শ্রী মনোজ কুমার জৈন ("বিদায়ী ডিরেক্টর") কর্তৃক, কোম্পানির নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে:

"শ্রী মনোজ কুমার জৈন (DIN: 00210708) ("বিদায়ী ডিরেক্টর") কোম্পানির বোর্ড থেকে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর স্থানে শ্রী দিশান্ত সোমানি (DIN: 07610239), পিতা - শ্রী মানিক চাঁদ সোমানি, ঠিকানা - ৩৬/৫ এন.এস. রোড, রিষড়া, হুগলী -৭১২২৪৮, একজন যোগ্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট যাঁর ফিনান্স ও বিনিয়োগ খাতে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁকে কোম্পানির নতুন ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে"।

উল্লেখ্য, কোম্পানি ইতিমধ্যেই আরবিআই, কলকাতা থেকে ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বানুমোদন পত্র লেটার নং . KOL.DOR.NO.S90/01-01-005/2025-26, তারিখ ১৯ মে ২০২৫ প্রাপ্ত করেছে।

এছাড়াও, কোম্পানি একটি নন-ডিপোজিট টেকিং এনবিএফসি, এবং জনসাধারণের কাছ থেকে কোনো রকম আমানত গ্রহণ করার কোনো ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য কোম্পানির নেই।

যে কোনও ব্যক্তি প্রস্তাবিত এই লেনদেন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা চাইলে বা কোনও আপত্তি উত্থাপন করতে চাইলে, তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় বা ইমেইলের মাধ্যমে (lokpriyadistributor@gmail.com) এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডিএনবিএস, ১৫, এন.এস. রোড, পঞ্চম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১ -এ লিখিতভাবে যোগাযোগ করতে পারেন। আবেদনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থের প্রকৃতি ও আপত্তির ভিত্তি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

লোকপ্রিয় ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে

	স্বা/-	স্বা/-	স্বা/-
	মনোজ কুমার জৈন	শ্রী দিশান্ত সোমানি	শ্রী কমলেশ সোগানি
	বিদায়ী ডিরেক্টর	প্রস্তাবিত ডিরেক্টর	ডিরেক্টর
তারিখ: ৩১.০৫.২০২৫	00210708	07610239	00030983

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর

কেন্দ্রীয় সরকার রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

নাথওয়ারা ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U74999WB2012PTC188669) রেজিস্টার্ড অফিস ৯এ, পদ্মপুকুর রোড, বৃন্দাবন অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ৪এ, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, সোমবার ১২ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**কর্ণাটক রাজ্যে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-IIIএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায়** নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

৯এ, পদ্মপুকুর রোড, বৃন্দাবন অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ৪এ, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ

নাথওয়ারা ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
প্রতীক যোগেশ শাহ
ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩.০৬.২০২৫ ডিন : ০৬৩৮৭০৫১

বেলমুড়ি রাধাবল্লভপুর গোবরআড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

পোস্ট:- বেলমুড়ি, জেলা- হুগলী,

নিবন্ধন সংখ্যা : 25HG সাল- 1977

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ২০২৫

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটানিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৯৯৫ তারিখ ২৭-০৮-২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, উক্ত সমবায়ের আসন্ন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন আগামী ০৫-০৭-২০২৫ তারিখ শনিবার এক বিশেষ সাধারন সভায় অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহন করার জন্য সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যাগনকে আহ্বান করা হচ্ছে।

স্বা/- আকাতার হোসেন
সম্পাদক

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট

ক্রম	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১.	মনোনয়নপত্র বিলি	১৬.০৬.২০২৫ হইতে ১৭.০৬.২০২৫	দুপুর ১ টা হইতে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত	বেলমুড়ি রাধাবল্লভপুর গোবরআড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির কার্যালয়ে
২	মনোনয়নপত্র পেশ	১৬.০৬.২০২৫ হইতে ১৭.০৬.২০২৫	দুপুর ১ টা হইতে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত	ঐ
৩	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা	১৯/০৬/২০২৫	দুপুর ১.৩০ হইতে	ঐ
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	১৯/০৬/২০২৫	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষার অব্যবহিত পর	ঐ
৫	প্রার্থী পদ / মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	২০/০৬/২০২৫	বিকেল ৩টা পর্যন্ত।	ঐ
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২০/০৬/২০২৫	বিকেল ৩ টার পর	ঐ
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ সময় ও স্থান	০৫/০৭/২০২৫	সকাল ১১.৩০ থেকে দুপুর ৩.৩০ পর্যন্ত	ঐ
৮	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ	০৫/০৭/২০২৫	ভোট শেষের পরে	ঐ

বিঃ দ্রঃ :-

● WBCS Act & Rules অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে।

● পরচালকমন্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষন নিম্ন বর্নিত তালিকা অনুযায়ী হইবে: -

মোট যতজন পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা - ১২ (বারো), যার মধ্যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত - ২ (দুই) ও তপঃ জাতি / উপজাতির জন্য সংরক্ষিত - ১ (এক)

স্বা/- সৌমেন মিত্র
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
বেলমুড়ি রাধাবল্লভপুর গোবরআড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

স্বা/- চঞ্চল রায়
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
বেলমুড়ি রাধাবল্লভপুর গোবরআড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

তাং-৩০.০৫.২০২৫

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

CIN. U51909WB1996PTC078810

রেজিস্টার্ড অফিস : ২২, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ রোড
এসি মার্কেটের বিপরীতে, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১০১, ভারত

মহামান্য এনসিএলটি কর্তৃক ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে নির্দেশ তারিখ ২৮.০২.২০২৪- IA (IB) No. 1424/KB/2023 - CP (IB) No. 991/KB/2019 দেউলিয়াগ্রস্ত কোড অধীনে কোম্পানি ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে কর্পোরেট ডেটরের "**চালু সংস্থা**" হিসেবে বিক্রয় ১৬তম এসএসসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে।

"**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন আছে**" এবং "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" কর্পোরেট ডেটরের "**চালু সংস্থা**" হিসেবে বিক্রয় মহামান্য এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রী মণীশ জৈন, অর্ডার তারিখ ২৮.০২.২০২৪ অর্ডার নং IA (IB) No. 1424/KB/2023 - কোম্পানি আবেদন (IB) No. 991/KB/2019 মোতাবেক বিক্রয় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com এর মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	বিক্রয় নোটিশএবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি প্রকাশের তারিখ	০৩.০৬.২০২৫
২.	ই-নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ বা অবধারণ মেয়াদ	সকাল ১০ টা ২০.০৬.২০২৫ থেকে বিকেল ৩ টা ২৫.০৬.২০২৫ পর্যন্ত।
৩.	সম্ভাব্য ডাকদাতা কার্যকরী প্রক্রিয়া হিসেবে সংশ্লিষ্ট তারিখে উপযুক্ততার নথি, বায়না জমা এবং ২৯এ অধীনে ঘোষণা দাখিল করবেন	০১.০৭.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫ টার মধ্যে।
৪.	নিলামের তারিখ এবং সময়	নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েব পোর্টাল https://ibbi.baanknet.com প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে ০৩.০৭.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ০১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মি সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রয় সম্পাদিত হবে।
৫.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল,২বি গ্রান্ট লেন, বজরং ভবন, লালবাজার বাটা শপ এর নিকট, কলকাতা-১২। ইমেল ঠিকানা : shradhaagencies.ip@gmail.com Liquidation.shradhaagencies@gmail.com, ipcamanishjain@gmail.com

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিত পরিমাণ
কর্পোরেট ডেটর 'চালু সংস্থা' হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে', ' যা আছে ভিত্তিতে', 'যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে' এবং ' পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(ই) অধীনে দায় ব্যতীত, **কর্পোরেট ডেটরের অধিকাংশ সম্পদ :** সম্পদের বুক (বুক ভ্যালু নিরীক্ষিত ব্যালেন্সসিট অনুযায়ী) দীর্ঘমেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম (আইএনআর) ৬৩,৬১.১৮৭; লেনদেন আদায়যোগ্য -(আইএনআর) ৪১,১৭.৮২০; নগদ এবং নগদ সমতুল -(আইএনআর) ১৮,৭২,৯১৭; স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম -(আইএনআর) ১১,৮০,৯৭,৩২৪; অন্যান্য চালু সম্পদ (আইএনআর) ১১,১৩,২৩৯। মোট বুক ভ্যালু (আইএনআর) ১৩,১৫,৬২,৪৮৭ টাকা।	০৩.০৭.২০২৫ বেলা ১১.৩০টা থেকে বেলা ০১.৩০ টা পর্যন্ত (অসীমায়িত ৫ মি সম্প্রসারণ সাপেক্ষ প্রতিটি)	আইএনআর ৪.০০ লাখ টাকা।	আইএনআর ০.৪০ লাখ টাকা	আইএনআর ০.৫০ লাখ টাকা
সম্পদের বুক (বুক ভ্যালু নিরীক্ষিত ব্যালেন্সসিট অনুযায়ী), দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম (আইএনআর) ৬৩,৬১.১৮৭; লেনদেন আদায়যোগ্য -(আইএনআর) ৪১, ১৭.৮২০; নগদ এবং নগদ সমতুল -(আইএনআর) ১৮,৭২,৯১৭; স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম -(আইএনআর) ১১,৮০,৯৭,৩২৪; অন্যান্য চালু সম্পদ (আইএনআর) ১১,১৩,২৩৯। মোট বুক ভ্যালু (আইএনআর) ১৩,১৫,৬২,৪৮৭ টাকা।	০৩.০৭.২০২৫ বেলা ১১.৩০টা থেকে বেলা ০১.৩০ টা পর্যন্ত (অসীমায়িত ৫ মি সম্প্রসারণ সাপেক্ষ প্রতিটি)	আইএনআর ৪.০০ লাখ টাকা।	আইএনআর ০.৪০ লাখ টাকা	আইএনআর ০.৫০ লাখ টাকা

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য/ঘোষণা

১. উপরোক্ত সম্পদগুলি একটি ব্লক হিসেবে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে। ঘোষণা : উপরে উল্লিখিত মূল্যগুলি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ উপলব্ধ নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট অনুসারে বুক ভ্যালু অনুযায়ী।

২. লিকুইডেটরের কাছে উপরোক্ত সম্পদের সাথে সম্পর্কিত আর কোনও নথি, রেকর্ড বা হিসাব নথি নেই, কারণ এগুলি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক হস্তান্তর করা হয়নি।

৩. কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার স্থগিত পরিচালকদের বিরুদ্ধে আইবিসি কোড, ২০১৬ এর ধারা ১৯(২) এর অধীনে আবেদন দায়ের করা হয়েছে এবং মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে বিচারাধীন রয়েছে।

৪. আইবিসি কোড, ২০১৬ এর ধারা ৬৬ অধীনে একটি আবেদন বিচারাধীন এবং আবেদনের সুবিধাভোগী হলেন এসসিসি সদস্যরা অর্থাৎ স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং এএমপি : আইসিআইসিআই ব্যাংক।

৫. আগ্রহী পক্ষগুলিকে নিলামে অংশগ্রহণের আগে তাদের নিজস্ব যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই সম্পদের পুনরুদ্ধারযোগ্যতা, প্রয়োগযোগ্যতা বা প্রকৃত আদায়ের বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি।

নিয়ম এবং শর্তাদি :

১. ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে প্রকাশিত সমস্ত সম্পদের বিবরণ এবং যদি কোনও বিচারাধীন আইনি মামলা থাকে তবে তা নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখা উচিত।

২. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং / অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ / সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী / দরদাতাকে গ্রহণ এবং / অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

৩. সফল দরদাতাকে পুরানো বকেয়া শুল্ক / স্থানান্তর চার্জ, ফি, জিএসটি ইত্যাদি বহন করতে হবে।

৪. বিক্রয়টি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য নিযুক্ত সংস্থা কর্তৃক যোগ্য দরদাতাদের নাম **https://ibbi.baanknet.com** ওয়েব পোর্টাল/ওয়েবসাইটে চিহ্নিত করা হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET)। আগ্রহী দরদাতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে **https://ibbi.baanknet.com** এর মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন **support.baanknet@psballiance.com/মোবাইল নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০।**

৫. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET) এর মাধ্যমে ই-নিলাম কঠোরভাবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন আছে**" **এবং** "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**"পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী **https://ibbi.baanknet.com** এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. অংশগ্রহণকারীদের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. সম্ভাব্য দরদাতাদের ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের বাঙ্কনেট ই নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে।

৮. সম্ভাব্য দরদাতাদের বাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বায়না জমা (ইএমডি) জমা দিতে হবে।

৯. যদি দরদাতা ধারা ২৯এ এর অধীনে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১০. কেওয়াইসি সহ বিড ফর্ম/ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণের জন্য নথিপত্র **১৭/০৬/২০২৫ তারিখ বা তার আগে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।**

১১. সম্পদ/স্থান পরিদর্শনের যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন **২০/০৬/২০২৫ তারিখ বা তার আগে সকাল ১০টা থেকে ২৫/০৬/২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা পর্যন্ত।** **shradhaagencies.ip@gmail.com** এবং/বা **Liquidation.shradhaagencies@gmail.com** ঠিকানায় লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর।

১২. ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **মঙ্গলবার, ০১/০৭/২০২৫ তারিখ বা তার আগে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।**

১৩. সময়সীমার যেকোনো পরিবর্তন যোগ্য দরদাতাদের জানানো হবে।

১৪. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, নীচে প্রদত্ত বিবরণের মাধ্যমে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।

মনীশ জৈন, লিকুইডেটর
শ্রদ্ধা এজেন্সিজ প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত) বিষয় সম্পর্কিত
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি, গ্রান্ট লেন, বজরং ভবন
লাল বাজার বাটা দোকানের কাছে, কলকাতা-১২
মোবাইল ০৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩/০৬/২০২৫

ভাঙল 'আবাস' আর স্মৃতি নয়, দখলই মুখ্য! শোকস্তব্ধ আশ্রমিক মহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: শান্তিনিকেতনের বুক চিরে মুছে গেল এক অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাইপো, চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষজীবনের আশ্রয় 'আবাস' যা শুধু একটি বাড়ি নয়, এক ইতিহাস, তা গুঁড়িয়ে দেওয়া হল দিনের আলোয়, প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞাকে তোয়াক্কা না করেই। চোখের সামনে ভেঙে পড়ল অতীত, গর্জে উঠল আশ্রমিক মহল।

বোলপুর শহরের একটি প্রান্তে অবস্থিত এই বাড়িটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক চেতনা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন, যেখানে পরবর্তী সময়ে অবনীন্দ্রনাথ নিজেও বাস করেন কিছুদিন। তাঁর স্মৃতিতেই এখানকার নাম হয় 'অবনপল্লী'। অথচ সেই 'আবাস' এখন শুধুই ধুলো আর ইটের স্তূপ। পুরসভার তরফে ভাঙার কাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তালা লাগানো হয় মূল গেটে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? নিষেধাজ্ঞা পেরিয়েই সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বাড়িটি। বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষ জানিয়েছেন, পুরসভা কাজ বন্ধ করেছিল ঠিকই। কিন্তু এরপর কে বা কারা এই ভাঙচুর চালাল, তা তদন্ত করে দেখা হবে।

একাধিক আশ্রমিকের অভিযোগ, বিগত দুই দশকে শান্তিনিকেতনে জমি মাফিয়াদের দাপট ক্রমশ বেড়েছে। দখল হয়ে গিয়েছে বহু ঐতিহ্যবাহী স্থান। আর প্রশাসন? অনেক সময়েই চুপ। 'আবাস' শুধু এক বাড়ি নয়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অলক ঠাকুরের স্বপ্নের নির্মাণ। তাঁদের চিন্তা, শিল্পভাবনা ও নির্মাণশীলতার নিদর্শন ছিল এটি। সেই পরম্পরার ধ্বংস দেখে আশ্রমিকেরা শোকাহত। কারও বক্তব্য, এটা হৃদয়বিদারক। আমরা যেন নিজেদের অস্তিত্বই হারাচ্ছি প্রতিদিন। প্রসঙ্গত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন 'ক্ষীরের পুতুল', 'শকুন্তলা', 'রাজকাহিনী', 'নালক'-এর মতো কালজয়ী সাহিত্যকীর্তির স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের ভাইপো হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় আচার্য (১৯৪২ সালে)। এমন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত একটি স্মৃতিবিজড়িত স্থাপত্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বহু অধ্যাপক, গবেষক ও শিল্পপ্রেমী বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ও বিমর্ষ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরও একবার সামনে এল প্রশ্ন শান্তিনিকেতন কি আর শান্ত 'অবনপল্লী' হয়ে রইল না, এখন এখানে জমির দখলই মুখ্য? উত্তর হয়তো সময়ই দেবে, তবে 'আবাস'-এর ইট-পাথরের ভিতর যে ইতিহাস ছিল, তা আর ফেরানো যাবে না।

MINOLTA FINANCE LIMITED

CIN: L65921WB1993PLC057502

Regd. Office: Unique Pearl, BL-A, Hatiara, Roy Para, Kolkata, West Bengal, India, 700157

Tel: 033-22485794| **Email id:** minoltafinance@gmail.com | **Website:** www.mintola.co.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(Amounts in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		As on 31.03.2025	As on 31.12.2024	As on 31.03.2024	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operation	33.88	22.14	23.18	101.88	76.11
2	Total Expenses	37.76	19.41	19.87	100.40	69.14
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	-3.88	2.73	3.31	1.48	6.97
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	-4.14	2.73	3.64	1.22	5.16
5	Paid-up Equity Share Capital (FV ₹ 10/- each)	999.96	999.96	999.96	999.96	999.96
	1. Basic	-0.0041	0.0027	0.0036	0.0012	0.0052
	2. Diluted	-0.0041	0.0027	0.0036	0.0012	0.0052

Notes:

1. The above Audited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee thereafter approved and record by Board of Directors at their meeting held on 28.05.2025.
2. As required under clause 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the above Financial Results for the year ended 31st March, 2025.
3. The Company has adopted Indian Accounting Standard (Ind AS) for the financial year commencing from 1st April 2019 and above results have been prepared in accordance with Ind AS as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and read with relevant rule made thereunder.
4. The Figures for the corresponding previous periods has been regouped/ reclassified wherever necessary, to make them comparable.
5. The Company operates in two segment during the quarter namely, financing activities and Investment and Trading in securities. A separate reportable operating segments is prepared as per IND AS 108 - Operating Segments.
6. The figures of quarter ended March 31, 2025 and quarter ended March 31, 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figure upto the third quarter of the full financial year.

The full format is also available on the website of the company i.e. www.mintola.co.in and BSE's and CSE's Website i.e. https://www.bseindia.com and www.cse-india.com.

For Minolta Finance Limited
Sd/-
Arvind Gala
Director
DIN: 02392119

Date : May 31, 2025
Place: Mumbai

১২৫ প্রজাতির আমের চাষ করে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হচ্ছেন বাঁকুড়ার নিত্যানন্দ গড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গঙ্গাজলঘাটির পাকাতোড় গ্রামের নিত্যানন্দ গরাই এর বাগানে এখন আমের সমাহার। ১২৫ প্রজাতির আমের চাষ করেছেন তিনি। এখন তার বাগানের আম বাঁকুড়ার বাইরে অন্য রাজ্যেও পাড়ি দিচ্ছে। যা তাকে আর্থিক স্বাচ্ছল্য দিচ্ছে।

নিত্যানন্দ গরাই তার আম ও আমের বাগান প্রসঙ্গে বলেন, আমের ফলন অনেক বেশি। বর্তমানে চাহিদাও বেশ ভালো। মানুষ বাগানে এসেই আম সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন। মালদা-মুর্শিদাবাদের থেকেও ভালো তার আম। এখন প্রচুর চাহিদা আমের। ফলে রোজগার বেশ ভালো হচ্ছে। সব মিলিয়ে সময় বেশ ভালো কাটছে তার। নিত্যানন্দ গরাই আরও তার আম ও আমের বাগান প্রসঙ্গে বলেন, শুধুমাত্র আমের প্রতি দুর্বলতা ও ভালোবাসা থেকেই এই বাগান তৈরির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়া।

ইতিমধ্যে বাগানে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে ১২৫ প্রজাতির আমের গাছ থাকলেও আরও নতুন প্রজাতির গাছের সন্ধান চলছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার আমের ফলন অনেক বেশি। বর্তমানে চাহিদাও বেশ ভালো। একই সঙ্গে আমের জন্য বিখ্যাত মালদা-মুর্শিদাবাদকেও স্বাদ ও গন্ধে বাঁকুড়ার আম অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

১৫ দিন নিখোঁজ থাকার পর নির্মীয়মাণ বাড়ির মেঝে খুঁড়ে ঠিকাদারের টুকরো করা দেহ উদ্ধার

টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করে অশান্তি, গ্রেপ্তার মৃতের কাকিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এ যেন বলিউডের সেই বিখ্যাত হান্ড্রেড ডেজ সিনেমা। ১৫ দিন নিখোঁজ থাকার পর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন এলাকার একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির ঢালাই সিমেন্টের মেঝে খুঁড়ে মালদার এক ঠিকাদারের টুকরো করা দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। কাকিমার সঙ্গে ওই ঠিকাদারের পরকীয়া সম্পর্কের জের এবং মোটা টাকার লেনদেনকে ঘিরেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে পুলিশ। চাঁচল মহকুমার পুখুরিয়া থানার কোকলামারি এলাকার বাসিন্দা ওই ঠিকাদারের নাম সাদ্দাম নাদাপ (৩৬)। তার কাকিমা মৌমিতা হাসানের বাড়ি ইংরেজবাজার শহরের কৃষ্ণপল্লি বাপুজি কলোনি এলাকায়। মৌমিতার স্বামী রহমান নাদাপ, তিনি পেশায় সরকারি স্কুলের শিক্ষক।

কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার শহরের বাপুজি কলোনি এলাকার কাকিমা মৌমিতা হাসানের বাড়ির নিচতলা ভাড়া নিয়ে অফিস করেছিল ভাইপো সাদ্দাম। লেবার সরবরাহের পাশাপাশি জমি জায়গার বেচা কেনার সঙ্গে যুক্ত ছিল সাদ্দাম নাদাপ। গত ১৮ মে ইংরেজবাজার শহরের বাপুজি কলোনি এলাকার অফিস থেকে রাতে বাড়ি ফেরার সময় রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান সাদ্দাম। সেই সময় তার কাছে ব্যবসার ২৫ লক্ষ টাকা ছিল। এই বিষয়ে ইংরেজবাজার থানায় পুখুরিয়া থেকে এসে তার পরিবারের লোকেরা নিখোঁজের লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পরবর্তীতে সাদ্দামের কাকিমাকে সন্দেহ করে নির্দিষ্ট নাম দিয়ে ২৩ মে আবারও অভিযোগ দায়ের করেন স্ত্রী নাসরিন খাতুন। এরপরই পুলিশ রবিবার সাদ্দামের কাকিমা মৌমিতাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশি জেরায় মৌমিতা স্বীকার করে তার বাবার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে তপনে নিয়ে গিয়ে ভাইপোকে দুষ্কৃতীদের সাহায্যে খুন করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন এলাকায় মৌমিতার বাবার বাড়ি। সেখানেই তাদের একটি নির্মীয়মাণ বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেই বাড়িতেই গত ১৮ মে সাদ্দামকে প্রলোভন দিয়ে নিয়ে আসে তার কাকিমা মৌমিতা। সাদ্দামের সঙ্গে তার কাকিমার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল গত পাঁচ বছর ধরে। এরপরই সেখানে সুপারি দুষ্কৃতীদের সাহায্যে সাদ্দামের হাত, পা বেঁধে গলা কেটে দেহ টুকরো করা হয়। সেই দেহের অংশ নির্মীয়মাণ বাড়ির মেঝেতে পুঁতে দিয়ে রীতিমতো বালি সিমেন্টের ঢালাই করে দেওয়া হয়। সোমবার তপন এলাকা থেকেই মৃত ওই ঠিকাদারের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, মোটা টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করেই কাকিমার সঙ্গে গোলমাল চলছিল ভাইপো সাদ্দামের। তার জেরে এই খুনের ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। তবে মৃতের কাছে থাকা ব্যবসার ২৫ লক্ষ টাকা এখনো উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।

এদিকে আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত মৌমিতা হাসান জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে তাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল। তার স্বামী ও নাবালক সন্তানকে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। পথের কাঁটা দূর করতে এভাবেই খুন করেছে সে।

সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, ভাইপোকে খুনের অভিযোগে মৌমিতা হাসানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে এক বা একাধিক দুষ্কৃতী জড়িত থাকতে পারে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

একে অনুব্রতে রক্ষা নেই হুমায়ুন দোসর! বিতর্কিত মন্তব্য করে অস্বস্তিতে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বোলপুর থানার ওসিকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করে ব্যাকুফুটে চলে গিয়েছেন বীরভূমের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডল। সেই ভাইরাল ভিডিও রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলেছে। বেকায়দায় পড়েছে শাসক দল। এবার অনুব্রত মণ্ডলের পাশাপাশি পুলিশকে শাসানোয় অস্বস্তিতে পড়েছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। যদিও দলের চাপের কাছে মাথা নুইয়ে ১২ ঘণ্টার মধ্যে নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিলেন হুমায়ুন কবীর। সোমবার বহরমপুরে নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে হুমায়ুন কবীর ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে বলেন, আমি আমার মন্তব্য থেকে সরে আসছি। আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পরই নিজের মন্তব্য থেকে সরে দাঁড়ান ভরতপুরের বিধায়ক।

বারবার বিতর্কিত মন্তব্য করে সংবাদ শিরোনামে এসেছেন হুমায়ুন কবীর। হুমায়ুনের বেফাঁস মন্তব্য শাসক দলের অন্দরে বাইরে অস্বস্তি বাড়িয়েছে। বহুবার দলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। দিতে হয়েছে শোকজের জবাব। একবার মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে মন্তব্য করে ছ' বছরের জন্য তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। ফের পুলিশকে শাসিয়ে সংবাদ শিরোনামে চলে আসেন হুমায়ুন। রবিবার সন্ধ্যায় বহরমপুরে দলীয় এক সভায় হুমায়ুন কবীর বলেন, লালগোলা, ভরতপুর, বড়ঞা থানার পুলিশ সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করছে। আমি বিরোধী দলে থাকলে এই সব পুলিশকে শায়েস্তা করতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগত না। দলের আইটি সেলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা কি করছেন? সাহসিকতার সঙ্গে এই সব খবর করুন। পুলিশ কিছু করতে এলে আমি বুঝে নেব।

একে অনুব্রতে রক্ষা নেই হুমায়ুন দোসর। পুলিশের বিরুদ্ধে হুমায়ূন কবীরের এহেন মন্তব্যে দল ফের অস্বস্তিতে পড়ে। পুলিশের একাংশও তাঁর বিরুদ্ধে চটেছেন। তৃণমূল সূত্রে খবর হুমায়ুনকে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহারের নিদান দেওয়া হয় দলের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার কুমার সানিরাজ হুমায়ুন কবীরকে ডেকে পাঠান। জেলা পুলিশ, সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নিজের মন্তব্য ফিরিয়ে নেন হুমায়ুন। বলেন, আমি আমার মন্তব্য থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি।

‘গুন্ডা, ধাপ্পাবাজ, খুনি সব তোমাদের সঙ্গে আছে’

অমিত শাহ-সহ বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ কথা, ‘গুন্ডা, ধাপ্পাবাজ, খুনি সব তোমাদের সঙ্গে আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তোমাদের সঙ্গে নেই, ভোট হলে কাঁচকলা দেখিয়ে দেবে।’ ‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একের পর এক আক্রমণ শানিয়েছিলেন শাহ। তাঁর দাবি ছিল, ‘সংখ্যালঘু তোষণের জন্যেই মমতা অপারেশন সিঁদুরের বিরোধিতা করেছেন।’ এদিন কল্যাণ পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, ‘জঙ্গি এল আর গুলি করে হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে গেল! বিএসএফ কী করছিল? মোদী-শাহ ঘুমোচ্ছিলেন?’

প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এদিন ‘অপদার্থ’ বলেও তোপ দাগেন কল্যাণ। বলেন, ‘দু’টোই অপদার্থ। সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বলুল। অপারেশন মোদী, অপারেশন শাহ হয়ে যাবে। অপারেশন সিঁদুর করতে হল কেন? ওদের ব্যর্থতার জন্যেই তো। অপারেশন বাংলা মানে আমাকে, আপনাকে খুন করতে চাইছে।’

রিগিং বন্ধ করতে পারলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামানত জব্দ হয়ে যাবে বলে কটাক্ষ করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কল্যাণ পাল্টা ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন বিজেপিকে। সে বার ‘আব কি বার, ৪০০ পার’ স্লোগান তুলেছিলেন শাহ। কিন্তু ২৪০-এই গুটিয়ে যায় গেরুয়া শিবির। সে কথা স্মরণ করিয়ে কল্যাণ বলেন, ‘অমিত শাহ রিগিং মাস্টার, গুজরাতে কম রিগিং করেছে! নির্বাচন কমিশন তো আপনাদের লোক। হিম্মত থাকলে ইলেকশন করুক, দেখিয়ে দেব।’

পাল্টা কল্যাণকে তোপ দেগেছেন বিজেপি নেতা প্রণয় রায়। তাঁর কথায়, ‘আমার তো মনে হয়, পহেলগাঁওয়ের জঙ্গিরা কোথায় আছে, তৃণমূলের নেতারা জানেন। কারণ অনেক জঙ্গির কাছ থেকেই পশ্চিমবঙ্গে তৈরি আধার-ভোটার কার্ড পাওয়া গিয়েছে। তাই বলছি, কল্যাণ বা তৃণমূলের নেতারা যদি জানেন, তাহলে বলে দিন জঙ্গিরা কোথায় আছে।’

পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর ঘরের সিলিংয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল থানার খুদিয়ারপুর এলাকায়। এই ঘটনার পর মৃতের পরিবার সংশ্লিষ্ট থানায় জামাই-সহ শ্বশুরবাড়ি লোকেদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম সাবিনা পারভিন (২৯)। তাদের একটি পাঁচ বছরের নাবালক পুত্র সন্তান রয়েছে। সাত বছর আগে খুদিয়ারপুর গ্রামের বাসিন্দা লালচান আলির সঙ্গে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় সাবিনার। বিয়ের পর থেকে সবই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু অশান্তি শুরু হয় গত কয়েক মাস থেকে। গ্রামেরই এক মহিলার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে লালচান আলি। ব্যবসার উপার্জনের সমস্ত টাকা ওই মহিলার সংসারেই খরচ করছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই পরকীয়ার সম্পর্কের বিষয়টি জানতে পারে সাবিনা। কয়েকদিন ধরেই প্রতিবাদে সোচ্চার হন তিনি। এরপর এদিন গভীর রাতে বাড়ির লোকেরা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে লালচান। আর তারপরে ঘরের সিলিংয়ে-এ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ওই মহিলার দেহ বলে অভিযোগ।

চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই বলা যাবে এটি খুন না আত্মহত্যা। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তরা। তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

খানাকুলে কংক্রিটের ব্রিজের বেহাল দশায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুলের পূর্ব ঠাকুরানিচক এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ সেতুর মধ্যাংশ ভেঙে ঝুলে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মধ্যবর্তী পিলার ভেঙে নদীতে মিশে গিয়েছে। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় পুলিশ ব্যারিকেড দিয়েছে সেতুর দুই মুখে। যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ। ভাঙা সেতু নিয়ে শাসক বিরোধী চাপানউতোর শুরু। হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুর এই দুই জেলার সংযোগকারী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেতুর মধ্যাংশ ভেঙে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। খানাকুলের পূর্ব ঠাকুরানিচক এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদের ওপরে এই সেতু বামেদের আমলে তৈরি। সেই থেকেই কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। সেতুর স্বাস্থ্যের হাল ফেরানো তো দূরের কথা, কোনও দিনই একটুও কাজ হয়নি। তাই জরাজীর্ণ এই সেতুর ওপর দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছিলেন এই দুই জেলারই হাজার হাজার মানুষজন। রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসার পরেও সেতুর কাজ হয়নি। সেতু ভেঙে যাওয়ায় নাজেহাল দুই জেলার হাজার হাজার মানুষ। পূর্ব পাড় থেকে পশ্চিম পাড় পর্যন্ত যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ। উভয় দিকের প্রবেশ পথ শিল করে দেয় পুলিশ। যাতে কেউই এই ভগ্ন সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত না করতে পারেন। কছিক্ষণের পথ যেতে এক-দেড় ঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছে। অবিলম্বে সেতুটি নির্মাণের দাবি তুলেছেন দুই এলাকার মানুষজন। বিজেপির স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রামকৃষ্ণ মাইতি বলেন, আমরা প্ল্যান প্রোগ্রাম করে পাঠিয়েছি। এদিকে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, বামেদের আমলে তৈরি হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল সরকার কি করেছে। রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণের জন্য এদের আর টাকা থাকে না। উন্নয়ন নেই। খানাকুলের পূর্ব ঠাকুরানিচক এলাকায় সেতুটি আজ অকেজো হয়ে গেল। তার জন্য দায়ী এই সরকার। এরা মানবকল্যাণ চায় না। আমি অনেকবার বিধানসভায় এই সমস্ত সেতু, রাস্তাঘাট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি। কিন্তু এরা এখানে টাকা দেবে না। অপর দিকে তৃণমূলের নেতা শেখ হায়দর আলি বলেন, তিনটে সেতুর প্ল্যান এস্টিমেট পাঠিয়েছি। আসলে বিজেপি কিছুই জানে না। ওরা তো ওই এলাকার পঞ্চায়েতে আছে। আজ পর্যন্ত কিছু কাজ করেছে? আসলে ওরা চায় না এলাকার উন্নয়ন হোক।

জমি কেনা-বেচা নিয়ে অশান্তি, হুমকি দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: জমির ক্রেতা ও বিক্রেতাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ক্যানসার আক্রান্ত বৃদ্ধের চিকিৎসার জন্য পারিবারিক জায়গা বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন তার ছেলে। ওই জায়গা কিনতে রাজিও হন প্রতিবেশী পরিবার। কিন্তু ওই জায়গা বিক্রিতে বাধা দিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই পরিবারকেই হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ভাতারের এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। এমনকী অভিযোগ, তিনি মহিলাদের অশালীন হুমকি দিয়েছেন। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বড়বেলুন গ্রামের ঘটনা। ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'পক্ষই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, ওই বিজেপি নেতার নাম রাজকুমার হাজরা। তিনি বিজেপির ভাতার বিধানসভার কো-কনভেনর পদে রয়েছেন। যদিও রাজ কুমারবাবুর পাল্টা অভিযোগ, তাঁর মাকে হুমকি দিয়েছে জায়গার মালিক পক্ষ। এমনকি ‘নিচু জাত’ বলে গালিগালাজ করা হয়েছে।

বড়বেলুন গ্রামের বাসিন্দা পল্লব চক্রবর্তী গৃহ শিক্ষকতা করেন। তাঁর বাবা পার্থসারথী বাবু দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছেন। তাঁর চিকিৎসা চলছে। ওই গ্রামেই বাড়ি বিজেপি নেতা রাজকুমার হাজরার। রাজকুমারের বাড়ির পাশেই পার্থসারথী বাবুদের একটি পারিবারিক জায়গা রয়েছে। জমির মালিক পল্লব চক্রবর্তী বলেন, আমাদের শরিকরা জায়গাটিতে আমাদের আধকাঠা অংশ বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছে। সেইমতো জায়গাটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিই। প্রতিবেশী সুদেব রেজের সঙ্গে জমি বিক্রির বিষয়ে কথাবার্তা হয়ে যায়। টাকাও নিয়ে নিই। কিন্তু রাজকুমার হাজরার দাবি করেন ওই জায়গা বিক্রি করা হবে না। কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমার আমাদের বাড়িতে এসে বাবা, মা এবং আমার স্ত্রীকে হুমকি দেয় ওই জায়গা ওদের লিখে দিতে হবে বলে যায়।

অন্যদিকে সুদেব রেজের স্ত্রী বৈশাখী রেজও একই অভিযোগ তুলেছেন রাজকুমারের বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ, ওই জায়গা কিনলে আমাদের ক্ষতি করে দেওয়া হবে বলে শাসিয়ে যায় রাজকুমার হাজরা। আমরা পুলিশকে জানিয়েছি।

রাজকুমার হাজরার দাবি, আমাদের বাড়ির পাশে ওই জায়গায় আমরা সবজি চাষ করতাম। তাই আমি বলেছিলাম যাতে জায়গাটি বিক্রি হলে আমাদের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু ওরাই আমাদের জায়গা দিতে রাজি হয়নি। উল্টে গালিগালাজ করে।

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা শান্তনু কোনার এই প্রসঙ্গে বলেন, সামান্য ক্ষমতা পেয়েই বিজেপির এই আচরণ। পুলিশ নিশ্চয়ই বিষয়টি দেখবে।

অস্থায়ী শ্রমিকদের ধর্মঘটে সপ্তাহের প্রথমদিনে চুঁচুড়া পুরসভায় হল না কোনও কাজ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: সপ্তাহের শুরুর দিনে চুঁচুড়া পুরসভার ভেতরে ঢুকে অনেকেই ভাবছেন, ‘আজ কি সরকারি ছুটি রয়েছে?’ এদিক ওদিক ঘুরে বেরোচ্ছে কুকুর। একের পর এক ঘর ফাঁকা। আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে। কিন্তু পুর আধিকারিকদের দেখা মেলা ভার। নানা কাজে এসেও ফিরে যেতে হচ্ছে গ্রাহকদের। নেপথ্যে অস্থায়ী শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘট। শ্রমিক, কর্মচারীরা কাজ বন্ধ করে গেটে বিক্ষোভে সামিল। দিনের শেষে পুর প্রধানের আশ্বাসে সাময়িকভাবে কাজ শুরু করেন অস্থায়ী কর্মীরা।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে বকেয়া মজুরির দাবিতে লাগাতার ধর্মঘট করে অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারীরা। যার ফলে শহরের আবর্জনা পরিষ্কার বন্ধ হয়ে যায়। আস্তাকুড়ে পরিণত হয় শহরের রাস্তাঘাট। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর তিন কোটি টাকা দিলে তখনকার মতো শ্রমিকদের বেতন মেটানো হয়। পুনরায় কর্মীরা কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তাঁদের আন্দোলন মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে।

পুরপ্রধান অমিত রায় বলেন, ‘২২ সালে পুরবোর্ড গঠন হওয়ার পর রোজ কুড়ি টাকা করে মজুরি বাড়ানো হয়েছিল। একটা পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ না হলে আবার মজুরি বাড়ানো রাজ্যের কোনও পুরসভায় হয়নি। অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্য পুরসভার কোনও দায় নেই। তবু চুঁচুড়া পুরসভা অবসরকালীন ভাতা থেকে মজুরি সব বিষয়ে অনেক সহানুভূতিশীল। এরপরেও যাঁরা কাজ করবে না তাঁদের বদলে অন্য লোক নেওয়া হবে।’ অভিযোগ, পুরসভার কর্মীদেরও এদিন কাজ করতে বাধাপ্রদান করা হয়। ফলে সমস্যায় ভুগতে হয় নাগরিকদের। একজন বার্ধক্য ভাতার কাজের জন্য এসেছিলেন। পুরসভায় কাজ না হওয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘আমার ছেলের কলেজে ভর্তির জন্য একটা শংসাপত্র প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পুরসভায় সব কাজ বন্ধ হয়ে থাকায় তা হল না।’

যদিও, সোমবার বিকেলের দিকে অস্থায়ী কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন পুরপ্রধান। তাঁদের সমস্যা মেটানোর জন্য ১৫ দিন সময় চাওয়া হয়েছে। যদিও, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে দাবিপূরণ না হলে ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে অস্থায়ী কর্মীদের সংগঠন। শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ‘শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনার অধিকার চেয়ারম্যান কেড়ে নিয়েছেন। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখেছে। যতদিন না সমস্যার সমাধান হয়, দাবি নিয়ে আলোচনায় হয়, ততদিন এই আন্দোলন চলবে।’

দর্জির লালসার শিকার ৭ বছরের নাবালিকা, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পুতুল খেলার জন্য দর্জির কাছে অপ্রয়োজনীয় কাপড়ের টুকরো সংগ্রহ করতে গিয়ে দর্জির লালসার শিকার হল এক নাবালিকা। সাতবছর বয়সি ওই নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ পেতেই অভিযুক্ত দর্জিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ছাতনা থানা এলাকায়। অভিযুক্তর ফাঁসির দাবিতে সরব হয়েছেন নাবালিকার পরিবার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ছুটির দিন থাকায় খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে নিজেদের বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলেন নাবালিকার পরিবারের লোকজন। নাবালিকা পুতুল খেলার জন্য টুকরো কাপড়ের সন্ধানে পাড়ারই এক দর্জির দোকানে যায়। সেই সময় টুকরো কাপড় দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ওই নাবালিকাকে শেখ আহিয়া নামের বছর ৫৭'র ওই দর্জি দোকানের মধ্যে ডেকে নেয়। এরপর দোকানের শার্টার নামিয়ে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। পরে বিষয়টি জানাজানি হতেই নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবার ছাতনা থানার দ্বারস্থ হয়ে শেখ আহিয়ার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেতেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। রবিবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৫(২) ও পকসো আইনের ৪/৬ ধারায় মামলা রুজু করে সোমবার বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করে ছাতনা থানার পুলিশ। এদিকে ঘটনার পর ধৃতের কঠোর থেকে কঠোরতম সাজার দাবিতে সরব হয়েছে নির্যাতিতার পরিবার।

বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: জামাইষষ্ঠীতে এসে বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হল এক তরুণী। সোমনাথ মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে, উলুবেড়িয়া পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের লতিবপুরে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণীর নাম প্রীতি বাগ মজুমদার (২৫)। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস সাতেক আগে সমাজমাধ্যমে পরিচয় হয়ে উলুবেড়িয়া বাগান্ডার ঋত্বিক মজুমদারের সঙ্গে বিয়ে হয় প্রীতির। তরুণীর মা পুতুল বাগের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন নানান ভাবে নির্যাতন করত। নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে মেয়ে আত্মঘাতী হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য মৃতার মা ও মামা জানিয়েছেন, ‘চাপা স্বভাবের ছিল প্রীতি। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে অশান্তির কথা কোনওদিন বলেনি। তবে ফেসবুকে নিজের চলে যাওয়ার কথা জানিয়েছিল সে। তবে জামাইষষ্ঠীতে বাবার বাড়ি আসাকে কেন্দ্র করে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে অশান্তি হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। রবিবার রাতে প্রীতির স্বামী ঋত্বিক নিজের বাড়ি চলে যায়। সোমবার সকালে প্রীতি ছাদ থেকে মরণ ঝাঁপ দেয়।

পুলিশের অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের নির্দেশে জনসংযোগ এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক রক্ষা করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। প্রাক বর্ষার মরসুমে মশাবাহিত ডেঙ্গি রোগের প্রকোপ থেকে এলাকাবাসীকে রক্ষা করতে এবং পুলিশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে গোপীবল্লভপুর থানার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হল পুলিশের এই জনসংযোগ কর্মসূচি। সোমবার ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের ‘সহায়’ কর্মসূচির অংশ হিসাবে গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার গোপীবল্লভপুর মার্কেট কমপ্লেক্সে আয়োজিত হল বিশেষ সচেতনতা শিবির। সচেতনতা শিবির থেকে মশাবাহিত রোগ থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে বিতরণ করা হয় মশারি। এদিন এলাকার দুঃস্থ ৫০ টি পরিবারের হাতে মশারি তুলে দেন পুলিশের কর্মকর্তারা। এছাড়াও বর্ষার মরশুমে কাজের সুবিধার জন্য ৩০ জন ভ্যান চালককে রেইনকোট বিতরণ করা হয়। সঙ্গে বাল্যবিবাহ রোধ, ডাইনি প্রথা, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, জঙ্গলে আগুন লাগানোর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সরফারাজ, গোপীবল্লভপুর থানার আই.সি কার্তিক চন্দ্র রায়, গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ আধিকারিক শেখ সরফরাজ নওয়াজ, ঝন্টু মন্ডল, সন্দীপ সিংহ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

জামাইষষ্ঠী নয়, অরণ্য ষষ্ঠী সমহিমায় ফিরুক, দাবি বাঁকুড়ার

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: বাঁকুড়া সহ সারা রাজ্যের মহিলারা রবিবার মেতে উঠেছিলেন ‘অরণ্য ষষ্ঠী’তে। এদিন জামাইয়ের মতো যত্ন পায় গাছ। অশ্বথ, পাকুড় এমনকী অশোক গাছকে ঘিরে গৃহবধূদের পুজো দিতে ভিড় করতে দেখা যায়। গাছকে এদিন সন্তান ও দেবতা মেনে সন্তান ও জামাইয়ের মঙ্গল কামনা করে পুজো দেওয়ার রীতি রয়েছে প্রাচীনকাল থেকে। তবে কালক্রমে অরণ্য ষষ্ঠী নামটাই বদলে গিয়ে জামাইষষ্ঠী হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে। গাছকে পুজো করা হলেও অনেকেই এই লোকাচারের আসল নামটাই ভুলে গিয়েছে। অন্যদিকে অরণ্য ষষ্ঠী ও গাছ পুজোর বিষয়টি ফের গৃহবধূদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডস। তারা বেশ কয়েকটি ষষ্ঠী পুজোর জায়গায় রবিবার অরণ্যষষ্ঠী নামে পুজো দেন এবং গানে গানে গাছ ও প্রকৃতি সুরক্ষার বার্তা তুলে ধরেন।

বাঁকুড়া সহ সারা রাজ্য জুড়ে ঘরে ঘরে ঘটা করে রবিবার জামাইষষ্ঠী পালিত হয়। তখন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সহ অনেক জেলাতেই বট-অশ্বথ-আম-জাম-কাঁঠাল গাছকে জামাই সন্তান মেনে পুজো করতে দেখা যায়।

প্রাচীন কাল থেকে মানুষের বিশ্বাস গাছই রক্ষা করে জীবন ও জীবিকা। তাই পুরনো লোকাচার মেনে প্রতি বছর জামাইষষ্ঠীর দিনটিতে অনেক জায়গায় গাছকেই জামাই মেনে পুজো করা হয়ে থাকে। গ্রামের প্রবীণরা এই দিনটিকে বলেন ‘অরণ্য ষষ্ঠী’। গাছের গোড়ায় ফল-মূল, পায়েস, ফুল ও অন্যান্য নৈবেদ্য দিয়ে গাছকে জামাই রূপে জামাই-এর কল্যাণে পুজো করা। এই দিন সকালে ব্রতী গৃহবধূরা স্নান করে ও উপবাস থেকে গাছের গোড়া পুজোর আয়োজন করেন। পুরোহিত দেবদাস ভট্টাচার্য বলেন, সুপ্রাচীন এই লোকাচার একদিকে হারিয়ে যেতে চলেছে আর তার ফলস্বরূপ গাছ নিধন বেড়ে চলেছে অন্যদিকে ঘটা করে অনুষ্ঠান করে, বাঁচাও গাছ, বাঁচাও জীবন বলে চিৎকার করে চলেছি। তাই এই চিৎকার লোক-দেখানি হয়ে গেছে।

বাজল ভোটের বাদ্যি
বিহারের ভাগ্য নির্ধারণ হবে দুই বা তিন দফায়

পাটনা, ২ জুন: ২২ নভেম্বর শেষ হতে চলেছে বিহার বিধানসভার মেয়াদ। তবে তার প্রায় ৬ মাস আগেই ভোটের বাদ্যি বেজে গেল বিহারে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, অক্টোবর মাসেই শুরু হয়ে যাবে বিহারে ২৪৩ আসনের ভোট গ্রহণ। এবার বিহারের নির্বাচন হতে পারে ২ থেকে ৩ দফায়।

২২ নভেম্বর যেহেতু বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে তাই ভোট প্রক্রিয়া, গণনা ও ফলপ্রকাশ তার আগেই শেষ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। ফলে নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলতে চলতি মাসেই বিহারে যাচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সেখানে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হবেন তিনি। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে হবে ভোট ঘোষণা। যদিও ইতিমধ্যেই বিএলও বা বুথ স্তরের অপারেটরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা যায়। এমনকী নির্বাচনের মাঝেই পড়বে দীপাবলি ও ছটপুজো। ফলে সে বিষয়টিকেও মাথায় রাখছে কমিশন।

২০২৪ সালে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে ভোটার তালিকায় ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনেও উঠেছিল একই অভিযোগ। বিহারে যাতে তেমন ঘটনা না ঘটে সে বিষয়টিও মাথায় রাখছে কমিশন।

তুরস্কের ইস্তানবুলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে দ্বিতীয় দফা শান্তি আলোচনা হল। বৈঠকের পর রাশিয়ান প্রতিনিধি দলের প্রধান এবং রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ভ্লাদিমির মেডিনস্কি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বললেন।

জঙ্গলে সন্দেহজনক আনাগোনা
কাশ্মীরে অভিযানে বাহিনী

শ্রীনগর, ২ জুন: জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় সোমবার তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় কয়েক জনকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে। তার পরেই তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে বাহিনী।

পুলিশ জানিয়েছে, কাঠুয়ার হিরানগরের সালাধিতে তিন জনকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন স্থানীয় এক বাসিন্দা। তিনি পুলিশকে খবর দেন। তার পরেই শুরু হয় যৌথ অভিযান। জাতীয় সড়কেও চলছে তল্লাশি।

গত মঙ্গলবারও স্থানীয়দের থেকে খবর পেয়ে কাঠুয়ার পাহাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল নিরাপত্তাবাহিনী। স্থানীয়েরা জানিয়েছিলেন, ওই এলাকায় কয়েক জনকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন। পহেলগাঁও হামলার পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে ভয়ের আবহ তৈরি হয়েছে। তা দূর করতে গত সপ্তাহে উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লায় একটি রিসর্টে মন্ত্রী এবং আমলাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ওমর। তিনি সাধারণ মানুষকে এই বার্তাই দিতে চান যে, কাশ্মীরে আর ভয়ের কোনও কারণ নেই।

মাও-দমনে ফের বড় সাফল্য
ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ ১৬ মাওবাদী নেতার

রায়পুর, ২ জুন: মাওবাদী দমনে ফের বড়সড় সাফল্য। সোমবার ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় অস্ত্র সমেত আত্মসমর্পণ করেন ১৬ জন মাওবাদী নেতা। তার মধ্যে ৬ জনের মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। ছত্তিশগড়-সহ বিভিন্ন রাজ্যে লাগাতার চলতে থাকা অভিযানের মাঝে এত বড় সংখ্যায় আত্মসমর্পণ পুলিশ এবং নিরাপত্তরক্ষীদের বড় সাফল্য হিসাবেই দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মাওবাদমুক্ত ভারত গড়ার বার্তা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এরপর থেকেই ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডের মতো মাও অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে মাওবিরোধী অভিযান ব্যাপক গতি পেয়েছে।

প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের মধ্যে ২ জনের মাথার দাম ছিল ৮ লক্ষ টাকা করে। তারা হলেন দোদি সুক্কি (৩৬) ওরফে রিতা এবং রাহুল পুনেম (১৮)। ২৮ বছর বয়সী লেকাম লাখমা নামে আরও এক মাও নেতার মাথার দাম ছিল ৩ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি, আরও তিন মাওবাদী নেতার মাথার দাম ছিল ২ লক্ষ টাকা করে। সব মিলিয়ে ১৬ জন মাওবাদীর মাথার দাম ছিল মোট ২৫ লক্ষ টাকা। প্রশাসনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য-সহ মাওবাদী পুনর্বাসন নীতি মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এক মহিলা-সহ মোট ১৬ জন মাও নেতা অস্ত্র সমেত এদিন পুলিশ এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের সামনে আত্মসমর্পণ করে। তারা জানায়, 'নৃশংস' এবং 'আমানবিক' মাও আদর্শের প্রতি হতাশ এবং বিরক্ত হয়েই এই সিদ্ধান্ত।

প্রসঙ্গত, মাওবাদীদের অস্ত্র ত্যাগ করাতে 'নকশাল আত্মসমর্পণ এবং আক্রান্তদের পুনর্বাসন নীতি ২০২৫'-এ বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে ছত্তিশগড় সরকার। যেখানে আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের পুনর্বাসন, চাকরি, আর্থিক পুরস্কার এবং আইনি সুরক্ষা প্রদান করা হয়। মাওবাদী নেতাদের পদ অনুযায়ী সুবিধা প্রদান করা হয় নয়া পুনর্বাসন নীতিতে। রাজ্য কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরোর সদস্যদের মতো উচ্চপদস্থ ক্যাডারদের এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। যাঁরা লাইট মেশিনগান-সহ আত্মসমর্পণ করবেন, তাঁরাও পাবেন পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার। যে সব ক্ষেত্রে মাওবাদী ইউনিটের ৮০ শতাংশ সদস্য একসঙ্গে আত্মসমর্পণ করবেন, সেখানে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুনর্বাসনের এই প্যাকেজে রয়েছে চাকরি এবং সন্তানদের শিক্ষায় সাহায্যও।

ঘরছাড়া কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের দাবি মেহবুবার

শ্রীনগর, ২ জুন: নির্মম অত্যাচারের পর ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা। তাঁদের পুনরায় নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে আনতে সরকারের কাছে আবেদন জানালেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। সোমবার উপরাজ্যপাল মনোজ সিন্‌হার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুফতির আবেদন, কাশ্মীরের মাটিতে ফের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মানুষকে স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করুক ভারত সরকার। গোটা প্রক্রিয়ায় কীভাবে সম্পন্ন করা উচিত তার প্রাথমিক রোডম্যাপও রাজভবনের কাছে পেশ করা হয়েছে পিডিপির তরফে।

পিডিপি প্রধান কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ফেরাতে যে রোডম্যাপ তৈরি করেছেন সেখানে বলা হয়েছে, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ফেরাতে সরকার যে নীতি তৈরি করবে তা যেন পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। রাজভবনকে দেওয়া প্রস্তাবপত্রে বলা হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত সম্প্রদায়, সুশীল সমাজ, স্থানীয় নেতৃত্ব এবং সমস্ত প্রশাসনের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করুক সরকার।

মেহবুবার দাবি, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা কাশ্মীরের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারি যেখানে সব ধর্মের মানুষ সহাবস্থানে থাকবে। নিজের মাটিতে কেউ নিজেকে বিচ্ছিন্নবোধ করবে না। উপরাজ্যপালের পাশাপাশি এই প্রস্তাবপত্রের কপি পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীকে।

নিজের প্রস্তাবপত্রে মেহবুবা লিখেছেন, 'এই প্রস্তাব রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের সম্মিলিত মানবিক আবেদন। নৈতিকভাবে এই পদক্ষেপ করা উচিত সরকারের। আমাদের পণ্ডিত ভাই-বোনেরা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে তাঁদের মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের নিরাপদে ও স্থায়ীভাবে ফেরার সুযোগ করে দেওয়া আমাদের সামাজিক দায়িত্ব।' মেহবুবা আরও লিখেছেন, 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমস্ত রাজনৈতিকদল তাঁদের ফিরিয়ে আনার বিষয়টি বরাবর সমর্থন করেছে। তাঁদের ফিরে আসা ও আমাদের পুনর্মিলন কাশ্মীরকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এক নজির তৈরি করবে।

লন্ডনে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে হুঙ্কার দিলেন বিজেপি নেতা শমীক
সন্ত্রাসবাদ নিয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা তুলে ধরলেন তার বক্তৃতায়!

লন্ডন, ২ জুন: অপারেশন সিঁদুরের প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ও সাফল্য বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে কেন্দ্র সংসদীয় সর্বদলের প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছে বিভিন্ন দেশে। এবার লন্ডনের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই কথাই তুলে ধরলেন বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য তথা বিদেশ সফররত সংসদীয় দলের সদস্য শমীক ভট্টাচার্য। শমীক পাকিস্তানকে হুঙ্কার দিলেন লন্ডনে দাঁড়িয়ে। তাঁর হুঁশিয়ারি, তুমি মারলে, তোমার ঘরে ঢুকে আমরা মারব। এদিন শমীকের বক্তব্যে উঠে আসে দেশভাগের কথা, জাতীয় সংগীতে ঐক্যের বার্তা। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার জবাব দিতে অপারেশন সিঁদুর করা হয়। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের সীমান্তে ঢুকে জঙ্গিঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ও সাফল্য বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে কেন্দ্র সংসদীয় সর্বদলের প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছে বিভিন্ন দেশে। তাঁরা 'সন্ত্রাসী' পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে দিকে দিকে তথ্যপ্রমাণ-সহ প্রচার করছেন। ইউরোপের একাধিক দেশ ঘুরে এই মুহূর্তে লন্ডনে রয়েছে তেমনই এক প্রতিনিধিদল। আর এই দলের সদস্য হিসেবে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য লন্ডনে বিদেশি প্রতিনিধিদের সামনে এ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের মাঝে আমেরিকার নাক গলানো নিয়ে অভিযোগে সরব বিরোধীরা। অনেকেই বলছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথায় একবেলার মধ্যে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে মোদী সরকার। লন্ডনে তা নিয়েও কেন্দ্রের ভূমিকা স্পষ্ট করে দিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর ব্যাখ্যা, বিভিন্ন দেশ নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যা খুশি বলতে পারে। তারা বলতেই পারে যে আলোচনার টেবিলে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু বাস্তব তা নয়। মোদী একা দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইটা করেছেন।

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্পর্কে বিস্ফোরক দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২ জুন: বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য প্রায়ই শিরোনামে থাকেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ফের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন ট্রাম্প। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্পর্কে বিস্ফোরক দাবি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব সামনে এনে ট্রাম্পের দাবি, ২০২০ সালে হত্যা করা হয়েছিল জো বাইডেনকে। তাঁর পরিবর্তে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসে এতদিন কাজ চালাচ্ছিল বাইডেনের ক্লোন। চাঞ্চল্যকর এমনই দাবি প্রকাশ্যে আসতেই মার্কিন রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে ট্রাম্পের দাবি কি সত্যি? গত রবিবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ'-এ এই বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, 'জো বাইডেন বলে বর্তমানে কেউ নেই। ২০২০ সালেই ওনাকে হত্যা করা হয়েছে। আপনারা বাইডেন নামে যে ব্যক্তিকে দেখছেন তিনি আসলে বাইডেনের বডি ডাবলস, ক্লোন বা রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে তৈরি বস্তু।' শুধু তাই নয়, অত্যন্ত গোপনে এই ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছে বলে দাবি করে ট্রাম্প আরও জানান, 'খোদ বাইডেনের দল ডেমোক্রেটিক পার্টিও এই বিষয়ে অজ্ঞাত। বাইডেন ও ক্লোনের মধ্যে ফারাক ডেমোক্রেটসরাও বুঝতে পারেনি।' তবে এমন বিস্ফোরক দাবি করলেও সরাসরি কারও দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেননি ট্রাম্প। তবে অনুমান করা হচ্ছে, ইউএস ডিপ স্টেটের দিকেই সন্দেহের তির ট্রাম্পের। এখানে ইউএস ডিপ স্টেটের নাম না নিলেও, এর আগে এই ডিপ স্টেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন ট্রাম্প। বলেছিলেন, এরা নাকি তাঁকে সরাতে চাইছে। নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্পের উপর হামলার সময়েই সামনে এসেছিল এই ডিপ স্টেট তত্ত্ব। কিন্তু কী এই ডিপ স্টেট? মনে করা হয়, ডিপ স্টেট হল যে কোনও প্রভাবশালী সংগঠন যারা সরকারকে কাঠের পুতুল বানিয়ে পর্দার আড়ালে থেকে সমস্ত কিছু পরিচালনা করে। এই তালিকায় প্রভাবশালী কোনও ব্যবসায়ী সংগঠনের পাশাপাশি সরকারেরই কোনও গুপ্তচর বিভাগ হতে পারে। যারা সামনে আসে না, কিন্তু সবটা পরিচালনা করে এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন বাইডেন। ট্রাম্পের দাবি যদি সত্য হয়, তবে ৪ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিলেন একজন ক্লোন? এ দাবি বিস্ফোরক তো বটেই পৃথিবীর ইতিহাসে বেনজির। যদিও সম্প্রতি জানা গিয়েছে, ক্যানসারে আক্রান্ত জো বাইডেন। এই তথ্য জানার পর জিল বাইডেন ও তাঁর পরিবারের উদ্দেশে সমবেদনা জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। তারপর ট্রাম্প এমন দাবি শোরগোল ফেলে দিয়েছে মার্কিন রাজনীতিতে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-TENDER
E- tenders are invited by the Prodhan, **Rahamatpur Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIET NO- RGP/06/15th FC UNTIED/2025-26, RGP/07/15th FC TIED/2025-26,** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **10.06.25 up to 12:00p.m.** For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan,
Rahamatpur Gram Panchayat.

eTender notice of Gohaliara GP
Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan ,Gohaliara GP invited eTender of 3(Three) Schemes of 15th FC(Untied) vide NIT No-02/GGP/2526 DATED.30.05.2025
Bid Starts : 31/05/2025
Bid Closes: 07/06/2025
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.
Sd/-
Prodhan
Gohaliara Gram Panchayet

OFFICE OF THE
RADHARGHAT-I GRAM PANCHAYAT
Sealmara : Berhampore : Murshidabad.
1) NOTICE INVITING e-TENDER NO-01 & 02 /PRODHAN/ RADHARGHAT-I GP/2025-26, Dated : 30/05/2025 is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-I G.P, Berhampore, MSD. for Civil works upto **12/06/2025 Time: 17.00.** Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan,
RADHARGHAT-I GP
Sealmara, Berhampore, Murshidabad.

Arandi-II Gram Panchayet
Purah, Dakshmin Narayanpur, Arambagh
Notice Inviting-Re- eTender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different works vide **Re- eNIT NO. 002/15th FC & 5th SFC (tied & untied)/ Arandi-II /2024-25,** for 02 nos. scheme from **15th FC (untied) & 5th SFC (tied) Fund.** Date of online submission start date **31-05-2025, 12-00 Hours** and Date of online submission closing date **10-06-2025, 14-00 Hours** For details information visit **www.wbtenders.gov.in**.
Sd/-
Pradhan
Arandi-II Gram Panchayat

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:-NM/PWDQ/NIT-022e/2025-2026.Tender ID-2025_MAD_855965_1.Type of Work:-** Supplying Tower web Server with software. **Bid Submition End Date:-** 13-06-2025 at 05:00 PM. **Bid Open Date:-** 16-06-2025 at 10:00 AM. **N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
S/D Chairman,
Nabadwip Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 20/WS/ Eng/25 Dt. 27-05-25
Bid Submission period: 24.06.25 instead of 18.06.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 340/KP-II/E-TENDER/BEUP/2025, Date : 02.06.2025.** Date of Publish of Tender: **02.06.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **11.06.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **16.06.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
Corrigendum of Tender Notice No. 5/25-26/NCAPFFC/T Dated 30.05.2025.
Date Corrigendum of the Notice, Tender Download Start Date **07.06.2025 at 09.00 hours,** Pre-Bid Meeting Date– **09.06.2025 at 14.00 hours,** Last date of submission of tender: **18.06.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
Sd/-. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
Corrigendum of Tender Notice No. 4/25-26/BEUP/T Dated 30.05.2025.
Date Corrigendum of the Notice, Tender Download Start Date **07.06.2025 at 09.00 hours,** Pre-Bid Meeting Date - **09.06.2025 at 14.00 hours,** Last date of submission of tender: **18.06.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
Corrigendum of Tender Notice No. 3/25-26/DMA/T Dated 30.05.2025.
Date Corrigendum of the Notice, Tender Download Start Date **07.06.2025 at 09.00 hours**, Pre-Bid Meeting Date - **09.06.2025 at 14.00 hours,** Last date of submission of tender: **18.06.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 312(2nd), 378(2nd) (2024-2025)/ 2025-2026 and NIeT- 78 to 85/2025-2026 Dated- 02-06-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Murshidabad, Burdwan, Nadia, Paschim Medinipur, Purba Medinipur, Dakshin Dinajpur, North 24 Parganas and Bankuar District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **03-06-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **16-06-2025 upto 3.00 pm**
Date: 02.06.2025 **Sd/- Executive Engineer**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ আইটেমের জন্য উল্লিখিত **তারিখে ১৫:০০ টার আগে** নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন এবং **খোলা হবে ১৫:৩০ টায়: ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; কাজের বর্ণনা; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য; কাজ সমাপ্তির সময়কাল: [১]; ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-১০-২০২৫;** নিমপুরা : ডিইএন/ওয়েস্ট/কেজিপি-র আওতাধীন টয়লেট, রান্নাঘর, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, মেঝে, প্লিন্থ সুরক্ষা, দরজা/জানালা উন্নত করে এমএস টাইপ-১ কোয়ার্টার সংস্কার করা; ₹ ২,৫১,৮৫,৬৯২.৪০; ₹ ২,৭৫,৯০০.০০; ১৮ মাস। **[২]; ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৩-২০২৫;** সাঁতরাগাছির কাজের সম্পাদন: ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি -এর এখতিয়ারের অধীনে কোয়ার্টার এবং অন্যান্য পরিষেবা ভবন দ্বারা উৎপন্ন স্যুয়ারেজ নিষ্কাশনের জন্য স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। (২য় কল); ₹ ৫৫,৫৬,১৬৪.৫২; ₹ ১,১১,১০০.০০; ০৬ মাস। **[৩]; ই-কেজিপি-সাউথ-২৬-২০২৫;** কাজের সম্পাদন সিনিয়র ডিইএন (সাউথ)/কেজিপি-র এখতিয়ারাধীন (i) খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনে গ্রু টার্নআউট পুনর্নবীকরণ যথা ৬৮ সেটের টিটিআর (টিএসআর/এফএস+টিডব্লিউএস+ডব্লিউসিএমএস/ডব্লিউসিএমএস/টিডব্লিউএস), (ii) ওয়েল্ডেবল ক্রসিং প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান ইয়ার্ডকে শূন্য ফিশ প্লেট ইয়ার্ডে রূপান্তর (১ ইন ৮.৫-৮১ নং), (iii) ঢালাইযোগ্য ক্রসিং প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান ইয়ার্ডকে শূন্য ফিশ প্লেট ইয়ার্ডে রূপান্তর করা (১ ইন ১২-৬৭ নং); ₹ ২,১৮,৯৫,০০৫.৪২; ₹ ২,৫৯,৫০০.০০; ১২ মাস। **[৪]; ই-কেজিপি-সাউথ-২৭-২০২৫;** এডিইএন (সাউথ)/কেজিপি -এর অধীনে লক্ষণনাথ রোড-জলেশ্বর সেকশনে বুলা পাইলিং এবং সাব-ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে ঢাল/পায়ের ব্যর্থতার ঝুঁকিতে থাকা ৩৮২৬ মিটার দীর্ঘ বাঁধ শক্তিশালীকরণ; ₹ ১৬,১৮,২৮,৫৫৩.৪২; ₹ ৯,৫৯,২০০.০০; ১৮ মাস। **[৫]; ই-কেজিপি-সাউথ-২৮-২০২৫;** সিনিয়র ডেন (দক্ষিণ)/কেজিপি-র অধীনে ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চার্জের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত লিড, লিফট, ট্র্যাক ক্রসিং ইত্যাদি সহ আরডিএসও কর্তৃক অনুমোদিত ট্রান্সল্যাম্যাটিক রোবোটিক ওয়েল্ডার বা অন্যান্য উপযুক্ত ওয়েল্ডিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে টং রেল, সিএমএস ক্রসিং -এর ইন-সিটু রিকন্ডিশনিং, ঠিকাদারের শ্রম, ভোগ্যপণ্য, জ্বালানি, সরঞ্জাম, কারখানা, যন্ত্রপাতি দিয়ে সম্পূর্ণ কাজ; ₹ ২০,৯০,৩২৭.৮১; ₹ ৪১,৮০০.০০; ১২ মাস। **[৬]; ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৪-২০২৫;** ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি এর এখতিয়ারের অধীনে প্ল্যাটফর্ম নং-১-এ স্টপ সিগন্যালের বাইরে ক্রসওভার স্থানান্তর করে ৭৫ মিটার দূরে এএমটিএ -এর স্টপ সিগন্যাল স্থানান্তর (পয়েন্ট নং-১০৭এ/বি)। (২য় কল); ₹ ১,৫৯,৮৬,৪০৪.৯২; ₹ ২,২৯,৯০০.০০; ০৯ মাস; **টেন্ডার নথির খরচ :** ₹ ০.০০ (সব টেন্ডারের জন্য); **খোলার তারিখ :** ১৯/০৬/২০২৫ (ক্রম নং ১ এবং ২ -এর জন্য); ২০/০৬/২০২৫ (ক্রম নং ৩ থেকে ৫ -এর জন্য); ২৬/০৬/২০২৫ (ক্রম. নং. ৬)। **বিডিং শুরুর তারিখ: ০৫/০৬/২০২৫** থেকে **ক্রম নং ১ থেকে ২-এর জন্য** এবং **১৯/০৬/২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত; ক্রম নং ৩ থেকে ৫ এর জন্য ০৬/০৬/২০২৫** থেকে এবং **২০/০৬/২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত; ক্রম নং ৬-এর জন্য ১২/০৬/২০২৫** থেকে এবং **২৬/০৬/২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত।** আগ্রহী দরদাতাদার টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **বি.দ্র.:** সম্ভাব্য দরদাতাদার সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। **(PR-223)**

কার্লসেনকে হারালেন গুকেশ, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নরওয়ে চেস ইভেন্টের ষষ্ঠ রাউন্ডে ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারিয়ে দিলেন ডি গুকেশ। এই সাফল্যের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, কার্লসেনকে প্রথমবার হারানো গুকেশের প্রতিভা ও ডেডিকেশনের পরিচয় দেয়। আগামীর জন্য শুভেচ্ছাও জানান মোদী।

হাফ সেঞ্চুরি যশস্বী জয়সওয়াল ও অভিমন্যুর

ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে ক্যান্টারবারিতে প্রথম আনঅফিসিয়াল টেস্টের শেষ দিনে ভারতীয় 'এ' দলের অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও তাঁর ওপেনিং পার্টনার অর্ধশতরান করলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী ৬০ বলে ৬৪ ও অভিমন্যু ৮৭ বলে ৬৮ করেন। প্রথম ইনিংসে ভারতীয় 'এ' দলের ৫৫৭ রানের জবাবে লায়ন্স করে ৫৮৭। মুকেশ কুমার তিনটি ও শার্দুল ঠাকুর ২ উইকেট নেন।

বুমরাহর বিরুদ্ধে দাপট

নিজস্ব প্রতিবেদন : জসপ্রীত বুমরাহ দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে নিজের প্রথম ওভারটি করতে গিয়েছিলেন পঞ্জাব কিংসের ইনিংসের পঞ্চম ওভারে। তাতে দুটি করে চার ও ছয় মেরে ২০ রান নেন জশ ইনগ্লিস। আইপিএলে বুমরাহর বিরুদ্ধে কোনও ওভারে সবচেয়ে বেশি রান তোলার নিরিখে যা রইল তিন নম্বরে। ২০১৮ সালে বুমরাহর ওভারে ডোয়েন ব্র্যাভোও ২০ রান নিয়েছিলেন। ২০২০ সালে প্যাট কামিন্স ব্যাট হাতে বুমরাহর বিরুদ্ধে তোলেন ২৬ রান।

আইপিএলে ভাঙল ছক্কার নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন : আইপিএলে এবার ভেঙে গেল ছক্কার নজির। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার অবধি এবারের আইপিএলে ছয়ের সংখ্যা ১২৭১। কোনও মরশুমের নিরিখে এটিই সর্বাধিক। গত বছর আইপিএলে মোট ছয়ের সংখ্যা ছিল ১২৬০। পাঞ্জাব কিংসের ব্যাটাররা মিলে মোট ১৫৯টি ছয় মেরেছেন এবার। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটাররা ১৭৮টি ও র‍্যয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্যাটাররা ১৬৫টি ছয় মেরেছেন চলতি আইপিএলে

প্রথমবার আইপিএল খেতাবের অপেক্ষায় আরসিবি ও পঞ্জাব কিংস

নিজস্ব প্রতিবেদন : শ্রেয়স আইয়ারের অধিনায়কত্বে গত বছর আইপিএল খেতাব জিতেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবার তাঁর নেতৃত্বেই পঞ্জাব কিংস খেলবে ফাইনাল। ২০২০ সালে হেড কোচ রিকি পন্টিং ও অধিনায়ক শ্রেয়সের জুটি ফাইনালে তুলেছিল দিল্লিকে, তবে সেবার খেতাব আসেনি। ফাইনালে এবার যে-ই জিতুক তারা এবার প্রথমবার আইপিএল খেতাব জয়ের স্বাদ পাবে। ২০১৬ সালের পর আইপিএল ফাইনালে উঠেছে আরসিবি। পঞ্জাব ফাইনালে উঠেছে ১১ বছর পর। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে দুশোর উপর (২০৪) রান তাড়া করে আইপিএলে এই প্রথম কোনও দল জয় পেল। ২০২০ সালে ১৯৬ রানের টার্গেট তাড়া করে জিতেছিল রাজস্থান রয়্যালস। আইপিএলের প্লে-অফে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জেতার নজির গড়ল পঞ্জাব কিংস। এর আগে, ২০১৪ সালের ফাইনালে কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ২০০ রানের টার্গেট তাড়া করে জয় পেয়েছিল কেকেআর।

শ্রেয়সের ইনিংসে মুগ্ধ, প্রত্যাশার চাপ সমস্যা নয় বিরাটের

আইপিএল ফাইনালে কাদের এগিয়ে রাখছেন সৌরভ?

নিজস্ব প্রতিবেদন : আইপিএলের ফাইনালে আজ আমেদাবাদে মুখোমুখি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং পঞ্জাব কিংস। দুই দলের ভারসাম্য দেখে তুল্যমূল্য লড়াইয়ের অপেক্ষায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি একদিন-কে বলেন, আমি সত্যিই জানি না কাকে এগিয়ে রাখব। দুটো দলই ভালো। দুটো দলই এবার আইপিএলে দারুণ ক্রিকেট খেলেছে। দুটো দলেই অসাধারণ ভারসাম্য। বিশেষ করে পঞ্জাব যেভাবে দুশোর উপর রান তাড়া করে মুম্বইকে হারিয়েছে। শ্রেয়স অনবদ্য ব্যাট করেছেন। বিশেষ করে চাপের

মুখে যেভাবে ঠান্ডা মাথায় একের পর এক ছয় মেরেছেন। তবে যারা ফাইনালে ভালো খেলবে তারাই জিতবে। বিরাট কোহলি ২০০৮ সাল থেকে আইপিএল খেলছেন, ফাইনালে উঠলেও ট্রফি অধরাই থেকেছে। অনেকে মনে করছেন অষ্টাদশ আইপিএলেই খেতাব জিতবেন ১৮ নম্বর জার্সির মালিক বিরাট কোহলি। তবে প্রত্যাশার চাপ বিরাটের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করবে না বলেই দাবি মহারাজের। সৌরভ বলেন, এই পর্যায়ের ক্রিকেটে চাপ থাকেই। সেটা বাধা হবে না। বিরাট বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছেন। তিনি অনবদ্য ক্রিকেটার। এই ফাইনাল তাঁর কাছে আরেকটা বড় ম্যাচ। ফাইনালে দুটি দলের কী স্ট্র্যাটেজি হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে মহারাজ বলেন, পিচ এবং কন্ডিশন দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রাতের শিশির অথবা বৃষ্টি ফ্যাক্টর হলে অবশ্যই টসে জিতে আগে ফিল্ডিং করতে হবে।

কেঁদে ফেললেন হার্দিক

নিজস্ব প্রতিবেদন : গুজরাত টাইটান্সের নেতৃত্ব ছেড়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে গিয়েছিলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। এবারও তাঁকে খালি হাতে ফেরাল আমেদাবাদ। আইপিএলের ইতিহাসে ১৮টি এবং টি২০-তে ১৯টি ম্যাচে এর আগে ২০০-র উপর রান তুলে সব কটিতেই জিতেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। যদিও এবার হারতে হলো, তাও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে। ম্যাচ হারতেই মাঠে কেঁদে ফেললেন হার্দিক। পরে বললেন, শ্রেয়স খুব ভালো খেলেছেন। ২০৩ খুব বড় স্কোর ছিল তা নয়। তবে বোলিং আরও ভালো হতে পারতো। যদিও চাপের মুখে শান্ত থেকে ম্যাচ বের করেছেন পঞ্জাবের ব্যাটাররা। ১৭তম ওভারটি জসপ্রীত বুমরাহকে দিয়ে করালে ম্যাচের ফল অন্যরকম হতে পারতো বলেও উপলব্ধি হার্দিকের।

জেলাগুলির জন্য বৈপ্লবিক ভাবনা সিএবির

নিজস্ব প্রতিবেদন : বিভিন্ন জেলা ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে নিয়ে সোমবার বৈঠক হয়ে গেল সিএবিতে। ছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতিটি জেলায় জিম ও বোলিং মেশিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে এই বৈঠকে। পরে বিষয়টি অনুমোদিত হয় অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে। মাল্টিজিমে যাঁরা প্রশিক্ষণ দেবেন তাঁদের ট্রেনিং আগে হবে সিএবিতে।

কমলা ও বেগুনি টুপির দৌড়

নিজস্ব প্রতিবেদন : চলতি আইপিএলে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী হিসেবে কমলা টুপি দখলে রাখতে চলেছেন বি সাই সুদর্শন। গুজরাত টাইটান্সের এই ব্যাটার ১৫ ম্যাচে ৭৫৯ রান করেছেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সূর্যকুমার যাদব রয়েছেন দুই নম্বরে (১৬ ম্যাচে ৭১৭ রান)। পুরুষদের টি২০ টুর্নামেন্টে তিন বা তার পরে নেমে করা সর্বাধিক রান করার নজিরটি সূর্যর দখলে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে তিনি পিছনে ফেলে দিলেন এবি ডি ভিলিয়ার্সের (২০১৬ সালের আইপিএলে ৬৮৭ রান) কীর্তি। গুজরাত টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান গিল (১৫ ম্যাচে ৬৫০ রান), লখনউ সুপার জায়ান্টসের মিচেল মার্শ (১৩ ম্যাচে ৬২৭ রান) ও র‍্যয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরাট কোহলি (১৪ ম্যাচে ৬১৪ রান) রয়েছেন প্রথম পাঁচে। চলতি আইপিএলে সর্বাধিক উইকেটশিকারী হওয়া কার্যত নিশ্চিত প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর। গুজরাত টাইটান্সের পেসার এবার ১৫ ম্যাচে ২৫ উইকেট নিয়েছেন। চেন্নাই সুপার কিংসে খেলা আফগান স্পিনার নূর আহমেদের রয়েছে ১৪ ম্যাচে ২৪ উইকেট। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে খেলা নিউজিল্যান্ডের পেসার ট্রেন্ট বোল্ট এবার অভিযান শেষ করলেন ১৬ ম্যাচে ২২টি উইকেট নিয়ে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে খেলা অস্ট্রেলীয় পেসার জশ হ্যাজলউড ১১ ম্যাচে ২১ উইকেট নিয়ে চারে রয়েছেন। গুজরাত টাইটান্সের স্পিনার আর সাই কিশোর ১৫ ম্যাচে ১৯ উইকেট দখল করে রয়েছেন পাঁচ নম্বরে।

প্রেমিকা সোফি শাইনের জন্মদিনে সোমবার সম্পর্কের বিশেষ বার্তা দিলেন শিখর ধাওয়ান

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই ক্লাসেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার-ব্যাটার হেইনরিখ ক্লাসেন। টি২০ লিগকে গুরুত্ব দিতেই এই পদক্ষেপ। গত বছরের জানুয়ারিতে তিনি টেস্ট থেকে অবসর নেন। গত এপ্রিলে ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকার বার্ষিক কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ঠাঁই হয়নি ক্লাসেনের। জুলাইয়ে ৩৪ বছর পূর্ণ করবেন ক্লাসেন। ৪টি টেস্টে ১০৪, ৬০টি একদিনের

আন্তর্জাতিকে ২১৪১ ও ৫৮টি টি২০ আন্তর্জাতিকে ১ হাজার রান রয়েছে ক্লাসেনের।

বিসিসিআই সভাপতি হতে চলেছেন রাজীব শুক্লা!

নিজস্ব প্রতিবেদন : বিসিসিআইয়ের শীর্ষ পদে রদবদলের সম্ভাবনা। সূত্রের খবর, বর্তমান বোর্ড সভাপতি রজার বিনিকে সরিয়ে সম্ভবত রাজীব শুক্লাকে এই পদের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। বিসিসিআই-এর সংবিধান অনুযায়ী, ৭০ বছর বয়স হয়ে গেলে কোনও আধিকারিক পদে থাকতে পারবেন না। আগামী ১৯ জুলাই বর্তমান বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনির ৭০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই নিয়ম অনুযায়ী, রজার বিনির আর পদে থাকা সম্ভব হবে না। এই পরিস্থিতিতে বিসিসিআই-এর সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। রাজীব শুক্লা দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত। তিনি এর আগে আইপিএল চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। বিসিসিআই-এর নিয়ম অনুযায়ী, যদি সভাপতির পদ শূন্য হয়, তবে সবচেয়ে সিনিয়র সহ-সভাপতি অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতির দায়িত্ব নেন যতক্ষণ না নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজীব শুক্লা ২০২০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর থেকে বিসিসিআই-এর সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাই তিনিই এই পদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হচ্ছেন। যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

ইস্টবেঙ্গল-ভবানীপুর ফাইনাল ঘিরে জটিলতা কাটালেন সৌরভ-স্নেহাশিস

নিজস্ব প্রতিবেদন : সিএবি প্রথম ডিভিশন চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলা কয়েক ঘণ্টা বন্ধ থাকল ভুল বোঝাবুঝিকে কেন্দ্র করে। ইডেনে ভবানীপুরের হয়ে শতরানকারী শাকির হাবিব গান্ধীর বিরুদ্ধে ক্যাচের আবেদন ওঠার পর দুই আম্পায়ার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। আম্পায়ার আউট দিয়েছেন ভেবে গান্ধী প্যাভিলিয়নে চলে যান। যদিও তিনি আউট ছিলেন না। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল তাঁকে ফেরানোর ক্ষেত্রে প্রতিবাদ জানায়। এরপর ম্যাচ বন্ধ থাকে। অবশেষে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও সিএবি ট্যুর অ্যান্ড ফিক্সচার কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাসের উদ্যোগে জটিলতা কাটে। সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে খেলা শুরু হয়। ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় আবার সিএবির আম্পায়ারস কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র। দুজনের কথা হয়। ঋত্বিক পরে বলেন, ভুল হতেই পারে। তবে ক্রিকেটের উপর কিছু নয়। খেলা শুরু হওয়ায় শেষ অবধি জয় হলো ক্রিকেটেরই।

মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ শুরু ৩০ সেপ্টেম্বর, ঘোষিত সূচি ও ভেন্যু

আইসিসি সোমবার মহিলাদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২৫-এর তারিখ ও ভেন্যু ঘোষণা করেছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ভারত ও শ্রীলঙ্কার পাঁচটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে এই টুর্নামেন্টের ১৩তম আসর। দীর্ঘ ১২ বছর পর আবার ভারতের মাটিতে ফিরছে মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ। আইসিসি-র ঘোষণা অনুযায়ী, বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে ভারতের চারটি শহরে এবং শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে। ভারতের যে ভেন্যুগুলো নির্বাচিত হয়েছে সেগুলি হল:- এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু; অসম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম, গুয়াহাটি; হোলকার স্টেডিয়াম, ইন্দোর; এসিএ-ভিডিএসএ স্টেডিয়াম, বিশাখাপত্তনম। এছাড়াও শ্রীলঙ্কার আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম (কলম্বো) বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি আয়োজন করবে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচটি ৩০ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল ম্যাচটি ২ নভেম্বর বেঙ্গালুরু অথবা কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হবে। এই বিশ্বকাপে মোট আটটি দল অংশ নেবে। দলগুলি হল-: ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান। যদি পাকিস্তান এই বিশ্বকাপে অংশ নেয়, তাহলে তাঁদের ম্যাচগুলি ভারতের বাইরে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো এই টুর্নামেন্টও হাইব্রিড মডেলে পরিচালিত হবে বলে জানা গিয়েছে।

ওডিআই থেকে অবসর ম্যাক্সওয়েলের, খেলতে চান টি২০ বিশ্বকাপ

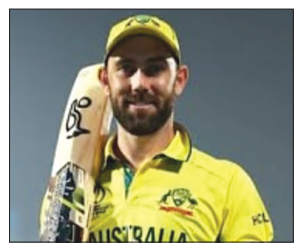

নিজস্ব প্রতিবেদন : একদিনের আন্তর্জাতিক থেকে অবসর নিলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়ার পর একদিনের আন্তর্জাতিক থেকে অবসর নিয়েছিলেন স্টিভ স্মিথ। এবার ম্যাক্সওয়েল। তাঁর বয়স এখন ৩৬। ম্যাক্সওয়েল অবশ্য জানিয়েছেন, সুযোগ পেলে আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে প্রস্তুত। টেস্ট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর না নিলেও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নেই। ওডিআই ফরম্যাটে দু'বারের বিশ্বকাপজয়ী ম্যাক্সওয়েল ১৪৯টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৩৯৯০ রান করেছেন। ৪টি শতরান ও ২৩টি অর্ধশতরান রয়েছে। উইকেট পেয়েছেন ৭৭টি।

আইপিএলে বেঙ্গালুরু বনাম পঞ্জাব দ্বৈরথের পরিসংখ্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন : আইপিএলে বেঙ্গালুরুর ফ্র্যাঞ্চাইজি খেলেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু নামে। পঞ্জাব কিংসের আগে নাম ছিল কিংস ইলেভেন পঞ্জাব। আইপিএলে বেঙ্গালুরু ও পঞ্জাবের দ্বৈরথ হয়েছে মোট ৩৬ বার। তার মধ্যে দুটি দলই ১৮টি করে ম্যাচ জিতেছে। আজ ফাইনালে যারা জিতবে তারা পারস্পরিক দ্বৈরথের নিরিখে শুধু একে অপরকে পিছনে ফেলবে তা নয়, প্রথমবার আইপিএল খেতাব জয়ের স্বাদ পাবে। যদিও পারস্পরিক শেষ পাঁচটি দ্বৈরথে আরসিবি জিতেছে চারটিতে। চলতি আইপিএলে প্রথম সাক্ষাতে বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে আরসিবিকে ৫ উইকেটে হারায় পঞ্জাব কিংস। তার ৪৮ ঘণ্টা পরেই মধুর প্রতিশোধ নেয় আরসিবি, মুল্লানপুরে শ্রেয়স আইয়ারদের ৭ উইকেটে পরাস্ত করে। প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুল্লানপুরেই পঞ্জাব কিংসকে ১০১ রানে থামিয়ে ১০ ওভার বাকি থাকতে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে ফাইনালের টিকিট পাকা করে আরসিবি।

শ্রেয়স নিশ্চিত করলেন অনন্য নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন : শ্রেয়স আইয়ারই প্রথম ক্রিকেটার যিনি তিনটি দলের অধিনায়ক হিসেবে আইপিএল ফাইনাল খেলতে চলেছেন। এমন নজির আর কারও নেই। ২০২০ সালে শ্রেয়স দিল্লি ক্যাপিটালসকে আইপিএল ফাইনালে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ৮ বল বাকি থাকতে ৫ উইকেটে জিতে। গত বছর শ্রেয়সের নেতৃত্বাধীন কেকেআর ৫৭ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেটে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে খেতাব জিতেছিল। এবার শ্রেয়স পঞ্জাব কিংসকে নেতৃত্ব দেবেন আইপিএল ফাইনালে। র‍্যয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে। ২০০৮ সাল থেকে আইপিএলে খেলা বেঙ্গালুরু ও পঞ্জাবের ফ্র্যাঞ্চাইজি আজ অবধি আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। পঞ্জাব জিতলে শ্রেয়স পরপর ২ বছর ২ দলের অধিনায়ক আইপিএল খেতাব জয়ের ঈর্ষণীয় কীর্তি গড়বেন।

দুই দলেরই শাস্তি! অধিনায়ক-সহ ক্রিকেটারদের জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদন : দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে স্লো ওভার রেটের কারণে শাস্তির মুখে পড়ল পঞ্জাব কিংস ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। সে কারণে দুই দলের অধিনায়ককে শাস্তির কবলেও পড়তে হলো। চলতি আইপিএলে দ্বিতীয়বার এই ধরনের অপরাধ করায় আইপিএলের আচরণবিধি অনুযায়ী পঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য হয়েছে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার-সহ একাদশে থাকা বাকিদের ৬ লক্ষ টাকা ও ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশের মধ্যে যেটি কম, সেই পরিমাণ আর্থিক জরিমানা হয়েছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এই নিয়ে তিনবার চলতি আইপিএলে স্লো ওভার রেটের ফাঁদে জড়াল। ফলে অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়ার ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য হয়েছে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার-সহ একাদশে থাকা বাকিদের ৬ লক্ষ টাকা ও ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশের মধ্যে যেটি কম সেটি।

শান্ত থেকেই বাজিমাত নয়া 'ক্যাপ্টেন কুল' শ্রেয়সের

নিজস্ব প্রতিবেদন : পঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার যেভাবে ঠান্ডা মাথায় রান তাড়া করে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে কার্যত একাই হারিয়ে দিলেন তা দেখে অনেকেই মুগ্ধ। কেউ দাবি তুলছেন, শ্রেয়সকে ভারতের টি২০ দলে ফিরিয়ে অধিনায়ক করে দেওয়ার। কেউ বলছেন, শ্রেয়স যেন নয়া ক্যাপ্টেন কুল। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে শ্রেয়স বলেন, আমি এমন বড় ধরনের মঞ্চ ভালোবাসি। নিজেকে এবং সতীর্থদের বারবার বলে থাকি গুরুত্বের নিরিখে ম্যাচ যত বড় হবে, তত শান্ত থাকতে হবে। তাতেই সেরা ফল নিশ্চিত করা সম্ভব। শ্রেয়স জানান, আরসিবির বিরুদ্ধে প্রথম কোয়ালিফায়ারে হারের ঘটনায় মাথায় রাখেননি। কারণ, যেভাবে গোটা টুর্নামেন্টে পঞ্জাব কিংস খেলেছে তাতে আস্থা ও ভরসা ছিল। পঞ্চম ওভারে জসপ্রীত বুমরাহর বলে ২০ রান নেন জশ ইনগ্লিস। ওই ওভারটিই মোমেন্টাম তৈরি করে দেয় বলে দাবি শ্রেয়সের। ড্রেসিংরুমেও এই বিশ্বাস জন্মায় যে, রান তাড়া করা সম্ভব। তবে অর্ধেক কাজ সারা হয়েছে। ফ্রেশ হয়ে নেমে বাকি কাজ সারতে হবে মঙ্গলবার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd**. Printed at **LS. Publications**, **4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room No. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700002 RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone : 033- 4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor : Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা- ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404 ফোন : ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল : dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক : সন্তোষ কুমার সিং**